৩য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৮:১-১৭

আমরা মাংসের বশে নয়, আত্মারই বশে চলি

ভ্রাতৃগণ, যারা খ্রীষ্টযীশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রীষ্টযীশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। কারণ বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের উপরে বিচার সম্পন্ন করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি। কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রীষ্টের নয়। আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।

সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

শ্লোক রো ৮:৩,৪; ইসা ৫৩:১২,১১

প্র ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের উপরে বিচার সম্পন্ন করেছেন,

উ যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন: আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন,

উ যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪:৩**

আমরা উত্তরাধিকারী শুধু নয়,
বরং খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী

যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি

যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

একথা যে কতই না চমৎকার, তা ভালই জানে সেই নবদীক্ষিতরা যারা সাক্রামেন্ত-প্রার্থনাকালে প্রথম বারের মত তা বলতে আমন্ত্রিত। তা কেমন হতে পারে? তারাও কি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকত না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মোশী বলেন, *তুমি তোমার নির্মাতা ঈশ্বরকে ভুলে গেছ!* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মালাখি ভর্ৎসনার সুরে বলেন, *এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি! আমাদের সকলের কি এক পিতা নন?* একথা সত্য বটে, এবং আরও বহু পদ রয়েছে; তবু আমরা কোথাও পড়ি না যে তারা এ নামেই ঈশ্বরকে ডাকল ও এভাবেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

কিন্তু যাজক কি ভক্তজন, নৃপতি কি প্রজা যা হই না কেন আমাদের সকলকে এভাবেই প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর এটিই সেই প্রথম কথা যা আমরা সেই অপরূপ জন্মের পরে তথা নবদীক্ষিতদের সেই অভিনব ও চমৎকার অনুষ্ঠানের পরে উচ্চারণ করেছি। তাছাড়া যদিও তারা কোন সময় তাঁকে পিতা বলে ডেকে থাকে, তা মানব-প্রেরণাতেই করল; কিন্তু যারা অনুগ্রহের ব্যবস্থায় রয়েছে, তারা আত্মারই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে তাঁকে পিতা বলে অনুভব করে। কেননা এমন প্রজ্ঞার আত্মা রয়েছে, যার প্রেরণায় অশিক্ষিত মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে, যেভাবে তাদের শিক্ষা-বাণী দ্বারা তা প্রমাণিত; পরাক্রমের আত্মাও রয়েছে, যা গুণে দুর্বল মানুষ মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করল ও অপদূত তাড়িয়ে দিল; আরোগ্যদানের আত্মাও রয়েছে, আবার ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার আত্মা ও নানা ভাষায় কথা বলার আত্মাও রয়েছে। এ অনুসারে দত্তকপুত্রত্বের আত্মাও রয়েছে। আর যেমন আমরা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার আত্মা ততবারই চিনে নিতে পারি যতবার সেই আত্মার যে অধিকারী সে ভাবী ঘটনার কথা পূর্বঘোষণা করে, ও নিজে যা যা মনে করে তা নয়, বরং আত্মা তাকে যা বলতে উদ্দীপিত করে সে তা-ই বলে, তেমনি দত্তকপুত্রত্বের আত্মার বেলায়ও ঘটে, যার ফলে তেমন আত্মার যে অধিকারী, সে আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে। আর একথা যে সত্যাশ্রয়ী তা দেখাবার অভিপ্রায়ে প্রেরিতদূত হিব্রু ভাষাও ব্যবহার করেন; তিনি কেবল 'পিতা' নয়, 'আব্বা, পিতা'ই বলেন—এমন নাম যে নামে সন্তানেরা পিতাকে ডাকে।

এ পাওয়া অনুগ্রহ ও স্বাধীনতা ও জীবনধারণ থেকে নির্গত পার্থক্য বিষয়ে কথা বলার পর তিনি এ দত্তকপুত্রত্বের উৎকৃষ্টতার আর একটা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন: *স্বয়ং ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে।* আমরা কি উত্তরাধিকারী? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি বলেন, *ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী;* এমনকি, উত্তরাধিকারী বলা যথেষ্ট নয়, তিনি একথাও বলেন, *আমরা খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কতই না জোরে তিনি প্রভুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠার প্রমাণ দিচ্ছেন? এর কারণ হল এই: যেহেতু সকল সন্তান সবসময়ই উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা সন্তান ও উত্তরাধিকারী। আরও, যেহেতু সকল উত্তরাধিকারী যে মহা ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা এও পেয়েছি যে, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলাম। আরও, যেহেতু এমনটি হতে পারে যে, ঈশ্বরের যতই উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না কেন, তবু সেই একমাত্র পুত্রের তত সহউত্তরাধিকারী নাও হওয়া যেতে পারে, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমাদের এও দেওয়া হয়েছে। এখন ভেবে দেখ, ঈশ্বরের সন্তান হওয়া যখন অগাধ অনুগ্রহ, তখন উত্তরাধিকারীও হওয়া আর কতই না অপরূপ! আর এ যখন মহান একটা ব্যাপার, তখন সহউত্তরাধিকারী হওয়া আর কতই না আশ্চর্যময়!

এসব কিছু যে শুধু অনুগ্রহের দান নয়, তেমন কথা দেখাবার পর তিনি বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করে বলে চলেন, *অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।* কেননা আমরা যখন তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হলাম, তখন অধিক পরিমাণে তাঁর ঐশ্বর্যেরই অংশীদার হব। যারা ভাল বলতে এমন কিছুই না করলেও তাদের প্রতি যিনি তত দানশীল হলেন, তিনি যখন দেখবেন আমরা বহু কষ্ট ও অমঙ্গল বরণ করেছি, তখন কি অধিক বদান্যতার সঙ্গে আমাদের প্রতিদান দেবেন না?

শ্লোক রো ৮:১৬-১৭; তীত ৩:৪,৫,৭

℣ স্বয়ং ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে : ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—

℟ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

℣ আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারাই আমাদের পরিত্রাণ করলেন, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।

℟ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৮:১-৩৩

ইসায়াকের জন্ম-প্রতিশ্রুতি
সদোমের জন্য আব্রাহামের মিনতি

প্রভু মাম্রের ওক্ কুঞ্জে তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে বসে ছিলেন। চোখ তুলে তিনি দেখতে পেলেন, কারা তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি স্বাগত জানাবার জন্য তাঁবুর প্রবেশদ্বার থেকে তাঁদের কাছে ছুটে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে প্রণত হলেন, বললেন, 'প্রভু আমার, যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, আপনার এই দাসের কাছে কিছুক্ষণ না থেমে এগিয়ে যাবেন না। আমি এখন কিছুটা জল আনতে বলি, আপনারা পা ধুয়ে নিয়ে এই গাছের তলায় বিশ্রাম নিন; আমি কিছুটা খাবার নিয়ে আসি, আপনারা পথে এগিয়ে যাবার আগে আপনাদের প্রাণ জুড়িয়ে যান, এই কারণেই তো আপনারা আপনাদের এই দাসের এই পথ দিয়ে চলেছেন।' তাঁরা বললেন, 'আচ্ছা, যা বলেছ, তাই কর।'

তাই আব্রাহাম তাড়াতাড়ি তাঁবুতে সারার কাছে গিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই তিন ধামা সেরা ময়দা মেখে পিঠা বানাও।' তাঁর গবাদি পশু যেখানে ছিল, সেখানে তিনি নিজেই ছুটে গিয়ে উত্তম নধর বাছুর বেছে এনে তা চাকরকে দিলেন, আর সে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রস্তুত করতে লাগল। তিনি তখন দই, দুধ আর সেই রান্না করা বাছুরের মাংস এনে তাঁদের সামনে সাজিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের কাছে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্ত্রী সারা কোথায়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওই যে, সে ওখানে, তাঁবুর ভিতরেই, আছে।' তখন তাঁর অতিথি একজন বললেন, 'এক বছর পরে এই সময়ে আমি তোমার কাছে আবার আসবই আসব; তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' এর মধ্যে, তাঁবুর প্রবেশদ্বারে, সারা দাঁড়িয়ে শুনছিলেন; তিনি তো সেই ব্যক্তির পিছনেই ছিলেন। সেসময় আব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ছিলেন; দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছিল; সারার মাসিকও তখন আর হত না। তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, 'আমার এই জীর্ণ অবস্থায় আমার কি আর তেমন সুখ হবে? আমার প্রভুও তো বৃদ্ধ!' প্রভু আব্রাহামকে বললেন, 'সারা কেন হাসল? কেন বলল, "এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সত্যি মা হব?" প্রভুর পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? নির্ধারিত সময়ে এই একই দিনে আমি আবার আসব, আর তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' সারা ব্যাপারটা অস্বীকার করলেন, বললেন, 'কৈ, আমি তো হাসিনি!' তিনি তো ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি হেসেইছিলে বটে!'

সেই ব্যক্তিরা সেখান থেকে উঠে সদোমের দিকে রওনা হলেন; আব্রাহাম তাঁদের কিছুটা এগিয়ে দেবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। প্রভু বলছিলেন, 'আমি যা করতে যাচ্ছি, তা কি আব্রাহামের কাছে গোপন রাখব? আব্রাহামেরই তো মহান ও বলবান এক জাতি হওয়ার কথা, আব্রাহামেই তো পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশিসপ্রাপ্ত হওয়ার কথা! কেননা আমি তাকেই বেছে নিয়েছি সে যেন তার সন্তানদের ও ভাবী বংশধরদের ধর্মময়তা ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুর পথে চলতে আজ্ঞা করে, এর ফলে প্রভু আব্রাহামকে যে কথা দিয়েছেন, তা যেন সফল করেন।' তখন প্রভু বললেন, 'সদোম ও গমোরার বিরুদ্ধে মানুষের চিৎকার অধিক তীব্র হয়ে উঠেছে, তাদের

পাপও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, আমি নিজে নিচে গিয়ে দেখব, আমার কানে যে চিৎকার এল, সেই অনুসারে তারা সত্যিই এমন অধর্ম করেছে কিনা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি জানতে চাই!'

সেই তিনজন সেখান থেকে রওনা হয়ে সদোমের দিকে গেলেন, কিন্তু আব্রাহাম তখনও প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্রাহাম এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কি সত্যি দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিলুপ্ত করবে? শহরটার মধ্যে হয় তো পঞ্চাশজন ধার্মিক মানুষ আছে; তবে তুমি কি সত্যিই জায়গাটা বিলুপ্ত করবে? ওখানকার ওই পঞ্চাশজন ধার্মিকের খাতিরে তুমি কি বরং জায়গাটাকে রেহাই দেবে না? দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিনাশ করা, এমন কাজ করার চিন্তাটুকুও তোমাকে করতে নেই; ধার্মিককেও যে দুর্জনের সমান প্রতিফল পেতে হবে, তা দূরের কথা! সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?' প্রভু বললেন, 'আমি যদি সদোমের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিককে পাই, তবে তাদের খাতিরে সেই সমস্ত জায়গাটাকে রেহাই দেব।'

আব্রাহাম বলে চললেন, 'দেখ, ধুলো ও ছাইমাত্র যে আমি, আমি সাহস করে আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলব; হয় তো সেখানে পঞ্চাশজন ধার্মিকের জায়গায় পাঁচজন কম হয়েছে; তাহলে এই পাঁচজন না থাকার ফলে তুমি কি গোটা শহর বিনাশ করবে?' তিনি বললেন, 'না, সেই জায়গায় পঁয়তাল্লিশজনকে পেলে আমি তা বিনাশ করব না।' তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'হয় তো সেই জায়গায় চল্লিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই চল্লিশজনের খাতিরে তা করব না।' আবার তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন বিরক্ত না হন, আমি তো আরও বলি; হয় তো সেখানে ত্রিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেখানে ত্রিশজনকে পেলে আমি তা করব না।' তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সাহস করে আমার প্রভুর কাছে পুনরায় কথা বলি, হয় তো সেখানে কুড়িজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই কুড়িজনের খাতিরে আমি তা বিনাশ করব না।' তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন ক্রুদ্ধ না হন, আমি কেবল আর একবার কথা বলি: হয় তো সেখানে দশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই দশজনের খাতিরে তা বিনাশ করব না।' আর তখন, আব্রাহামের সঙ্গে তাঁর এই সমস্ত কথা শেষ করে প্রভু চলে গেলেন, এবং আব্রাহাম নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

শ্লোক রো ৪:২০,১৯; লুক ১:৩৭

প্র ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আব্রাহাম কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না,
উ কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।
প্র আপন মৃতকল্প শরীর টের পেয়েও তিনি বিশ্বাসে টলমান হননি,
উ কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **১৮:১-২; ১৯-২০**

ঈশ্বর চাইলেন
শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনেই সবকিছু ঘটতে থাকবে

বিখ্যাত দাউদ সম্বন্ধে আমরা কী বলব? তাঁর বিষয়ে ঈশ্বর বললেন, *আমি যেসের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ; তাঁকে অনন্তকালস্থায়ী কৃপায় অভিষিক্ত করেছি।* অথচ তিনিও প্রভুকে বলেন, *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে; তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।* সুতরাং, তেমন মহা বিখ্যাত বহু মানুষের বিনম্রতা ও বাধ্যতা আমাদের শুধু নয়, যারা তাঁর বচনগুলো ভয় ও সত্যের আশ্রয়ে গ্রহণ করেছিল, আমাদের সেই পূর্ববর্তী যুগের মানুষদেরও ভালো করে তুলেছে। অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকারে আঁকড়ে থাকি। এসো, তাঁর কথা ধ্যান করি; এসো, মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁর এত সহিষ্ণু সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করি; এসো, ভেবে দেখি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তিনি কতই না ধৈর্যশীল।

যার গতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই আকাশমণ্ডল শান্তির সঙ্গেই তাঁর প্রতি বাধ্য; দিবস ও রাত্রি পরস্পরের কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট দৌড় পালন করে থাকে; তাঁর পরিচালনা মতো সূর্য চন্দ্র ও তারকা-বাহিনী

নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও নিজ নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট না হয়ে আপন নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে থাকে; কোন অমত প্রকাশ না করে ও তাঁর কোন নিয়ম পরিবর্তন না করে পৃথিবী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যথাসময় উর্বর হয় ও মানুষ, পশু ও সমস্ত জীবজন্তুর জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে; একই বিধি অগম্য অতলদেশ ও গভীরতম অধোলোক নিয়ন্ত্রণ করে; তাঁর আদেশে সেই বিরাট ও সীমাহীন সাগর নির্ধারিত এলাকায় একীভূত হয়ে থেকে আদিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে না, বরং সেইভাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তিনি বলেছিলেন, *তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়; এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে।* মানুষের পক্ষে পারের অসাধ্য সেই মহাসাগর ও তার অতীতে যত জগৎ প্রভুর একই শাসন দ্বারা শাসিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতু শান্তি বজায় রেখে একটার পর একটা এগিয়ে আসে; বায়ু-বাতাস যথাসময় কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে থাকে; চিরস্থায়ী জলের উৎসধারা মানুষের বিনোদন ও স্বাস্থ্যের জন্য সৃষ্ট হয়ে মানবজীবনের জন্য অবিরত জল সরবরাহ করে থাকে; ক্ষুদ্রতম প্রাণীও শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

নিখিলের মহাস্রষ্টা ও প্রভু আদেশ করেছেন, এসব কিছু শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে ঘটতে থাকবে; তিনি সবকিছুর প্রতি উপকারী, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদেরই প্রতি, যারা তাঁর দয়ায় আশ্রয় নিয়েছি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক মালাখি ২:১০; মথি ২৩:৮

প্র আমাদের সকলের কি এক পিতা নন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি?
উ তবে আমরা কেন প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাই?
প্র তোমরা সকলে ভাই!
উ তবে আমরা কেন প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাই?

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৮:১৮-৩৯

ভাবী গৌরব নিশ্চিত

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের

উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে: *তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!*

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯,১০

প্র আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;

উ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

প্র সেইদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব।

উ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৫:২

যন্ত্রণাই জগৎকে ত্রাণ করল

আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন: নবজন্মের জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। *এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন:* অনুগ্রহ ও দত্তকপুত্রত্ব দানের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গৌরবান্বিত করেছেন। *তবে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা কী বলব?* প্রেরিতদূত বলতে চান, যত বিপদ ও ফাঁদ আমাদের চারদিকে পাতা হয়, আমার কাছে সে কথা উল্লেখও করো না; কেননা এমন কেউও যদি থাকত যারা ভাবী মঙ্গলদানে বিশ্বাস রাখে না, তবু পাওয়া মঙ্গলদানগুলি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ধর্মময়তা-দান, গৌরবদান ইত্যাদি দানগুলির কথা তারা কোন মতে সন্দেহ করতে পারত না।

আর এসব কিছু তিনি তোমাকে দান করেছেন এমন চিহ্নেরই মধ্য দিয়ে যা মনে হচ্ছিল দুঃখেরই চিহ্ন; হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, কশাঘাত ও শেকল যা তুমি অপমানজনক মনে করছিলে, ঠিক তা-ই জগতের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও পরিত্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যেমন তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগ, অর্থাৎ সেই সবকিছু যা কষ্টকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাই ব্যবহার করলেন, তেমনি তোমার জন্যও তাই করছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* যারা আমাদের বিপক্ষে নয়, তারা কে কে? ধরা যাক, সমগ্র জগৎ, স্বৈরশাসকেরা, সর্বজাতি, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসীরাই আমাদের বিপক্ষে। আচ্ছা, তারা আমাদের বিপক্ষে হলেও তবু তারা আমাদের ক্ষতি করতে বহু দূরেই রয়েছে; এমনকি না জেনে তারা আমাদের বিজয় ও

মহালাভেরই মাধ্যম হয়ে ওঠে, কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাদের সমস্ত উসকানি আমাদের গৌরব ও পরিত্রাণে পরিণত করেন।

তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এমন কেউই নেই যে আমাদের বিপক্ষে? যোবের কথা ধর: তাঁর গৌরবের কারণ এ হল যে, শয়তান নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াল: সে তাঁর বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী ও দাসদেরও তাঁর বিপক্ষ করেছিল; তাঁকে আঘাত করে পীড়ন করল, আরও হাজার মতলব তাঁর বিরুদ্ধে খাটাল; তবু এতে যোবের কোন ক্ষতি হয়নি। তা যতই বড় ব্যাপার হোক না কেন, তবুও কিছুই নয়, কারণ আসল কথা হল এ যে, শেষে সেই সবকিছু তাঁর মঙ্গল ও লাভেই পরিণত হল। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর সপক্ষে ছিলেন, সেজন্য যা কিছু মনে হচ্ছিল তাঁর বিপক্ষে তা তাঁর সপক্ষেই হয়ে যেত।

এসব কিছু প্রেরিতদূতদের বেলায়ও ঘটেছে: ইহুদীরা, বিধর্মীরা, ভণ্ড ধর্মভাইয়েরা, শাসনকর্তারা, দেশগুলি, ক্ষুধা, দরিদ্রতা, আর হাজার হাজার কিছুও তাঁদের বিপক্ষে ছিল; তবু কোন কিছু তাঁদের বাধা দিতে পারল না; এমনকি এসব কিছুই ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তাঁদের সুনাম ও প্রশংসার যোগ্য করে তুলল। এজন্যই পল বলেন, *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?*

তিনি যা কিছু বলে এলেন, তা যথেষ্ট মনে না করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, সেই যে প্রমাণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, তথা পুত্রের মৃত্যু। তিনি বলেন, মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন; আর শুধু তাই নয়, তিনি তোমার জন্য আপন পুত্রকেও রেহাই দেননি! এজন্যই তিনি বলে চলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং উৎসর্গ করলেন, তিনি কি করে আমাদের ত্যাগ করবেন? তিনি সকলেরই জন্য, নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞদের জন্য, শত্রু ও নিন্দুকদের জন্যই তাঁকে উৎসর্গ করলেন। তাই *তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাদের দান করলেন, এমনকি দান করলেন শুধু নয়, আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতেই তাঁকে সঁপে দিলেন, তখন প্রভুকে পাবার পর আকাঙ্ক্ষা করার মত তোমার বাকি কীবা থাকতে পারে? তবে তুমি যখন প্রভুকে পেয়েছ, তখন কেন অন্য কিছু নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?

শ্লোক রো ৮:৩৬-৩৭; সাম ৪৪:১৮

প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।
প্র আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন, অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়।
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৯:১-১৭,২৩-২৯

সদোম বিধ্বস্ত

সেই দু'জন স্বর্গদূত যখন সন্ধ্যাবেলায় সদোমে এসে পৌঁছলেন, সেসময়ে লোট সদোম-নগরদ্বারে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখামাত্র তিনি উঠে তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন, ও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন; বললেন, 'প্রভুগণ আমার, আপনাদের অনুরোধ করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে পদধূলি দিন; এইখানে রাত্রিযাপন করুন ও পা ধুয়ে নিন। পরে, প্রত্যূষে উঠে, পথে এগিয়ে যাবেন।' তাঁরা বললেন, 'না, আমরা রাস্তায় থেকে রাত্রিযাপন করব।' কিন্তু লোট এমন সাধাসাধি করলেন যে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করলেন, খামিরবিহীন রুটি পাক করালেন, আর তাঁরা ভোজে বসলেন। তাঁরা শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শহরের পুরুষলোকেরা অর্থাৎ সদোমবাসীরা যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এসে ভিড় করে তাঁর ঘরের চারদিকে জমতে লাগল; লোটকে ডেকে তারা তাঁকে বলল, 'আজ রাতে যে

দু'জন তোমার ঘরে এল, তারা কোথায়? তাদের বাইরে পাঠাও, আমাদের কাছেই আন, যেন তাদের সঙ্গে মিলন করতে পারি।' লোট ঘরের দরজার বাইরে তাদের কাছে গিয়ে নিজের পিছনে কবাট বন্ধ করে বললেন, 'ভাইয়েরা, অনুরোধ করি, এমন কুব্যবহার করো না! দেখ, আমার দু'টো মেয়ে আছে কোন পুরুষের সঙ্গে যাদের এখনও মিলন হয়নি; আমি তোমাদের কাছে এদেরই এনে দিই; তাদের নিয়ে তোমরা যা খুশি কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করো না, কেননা তাঁরা আমার ঘরের ছায়ায়ই আশ্রয় নিয়েছেন।' কিন্তু তারা উত্তরে বলল, 'সরে যাও!' আরও বলল, 'এ প্রবাসী হয়ে এখানে এল, আর এখন নাকি বিচারকর্তা হতে চায়! এবার তাদের চেয়ে তোমার প্রতি আরও খারাপ ব্যবহার করব।' একথা বলে তারা লোটের গায়ে ভারী ধাক্কা দিয়ে কবাট ভাঙবার জন্য এগিয়ে গেল। তখন সেই দু'জন ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে লোটকে ঘরের মধ্যে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে কবাট বন্ধ করে দিলেন, এবং ঘরের দরজার কাছে যত লোক ছিল, ছোট-বড় সকলকেই এমন তীব্র আলোক-ঝলকে ধাঁধিয়ে দিলেন যে, তারা দরজাটা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। তখন সেই ব্যক্তিরা লোটকে বললেন, 'এখানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাই ও মেয়ে যতজন এই শহরে আছে, তাদের সকলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, কেননা আমরা এই জায়গাটাকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি: প্রভুর সামনে এদের বিরুদ্ধে যে চিৎকার উঠেছে, তা এতই তীব্র হয়েছে যে, প্রভু আমাদের এই জায়গাটা উচ্ছেদ করতে পাঠিয়েছেন।' তাই লোট বাইরে গিয়ে, যারা তাঁর মেয়েদের বিবাহ করার কথা, তাঁর সেই জামাইদের বললেন, 'ওঠ, এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যাও, কেননা প্রভু এই শহর উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন।' কিন্তু তাঁর জামাইদের মনে হচ্ছিল, তিনি উপহাস করছেন।

ভোরের আলো ফুটতেই সেই স্বর্গদূতেরা লোটকে তাড়া দিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওঠ, তোমার স্ত্রীকে আর এই যে মেয়ে দু'টো এখানে আছে, এদের নিয়ে যাও, পাছে শহরের শাস্তিতে তোমাদেরও বিনাশ হয়।' তিনি তখনও দেরি করছিলেন বিধায় সেই দু'জন তাঁর প্রতি প্রভুর মহাকরুণার দোহাই দিয়ে তাঁর হাত ও তাঁর স্ত্রীর ও মেয়ে দু'টোর হাত ধরে তাঁদের বাইরে এনে শহরের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁদের বের করে নিয়ে তাঁদের একজন লোটকে বললেন, 'প্রাণ বাঁচাও, পালিয়ে যাও। পিছনের দিকে তাকিয়ো না; এই সমভূমির কোন জায়গায়ও দাঁড়িয়ো না; পর্বতেই পালিয়ে যাও, পাছে তোমার বিনাশ হয়।'

লোট যখন জোয়ারে এসে প্রবেশ করছেন, তখন দেশের উপরে সূর্য উঠছে; এমন সময় প্রভু আকাশ থেকে, নিজেরই কাছ থেকে, সদোম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন। তিনি ওই শহর দু'টোকে উৎপাটন করলেন, আর সেইসঙ্গে সমস্ত সমভূমি, শহরবাসী ও মাটির যত সবুজ বস্তু উৎপাটন করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, লোটের স্ত্রী পিছনের দিকে তাকাল, আর তখনই সে একটা লবণস্তম্ভ হয়ে গেল।

পরদিন আব্রাহাম খুব সকালে উঠে, যেখানে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে গেলেন; সদোম ও গমোরার দিকে ও সেই সমভূমির সারা অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন; দেখলেন, মাটি থেকে ধূম উঠছে, যেন কোন ভাটার ধূম! তাই এমনটি হল যে, পরমেশ্বর যখন সেই সমভূমির সমস্ত শহর বিনাশ করলেন, তখন আব্রাহামকে স্মরণ করলেন, এবং লোট যে যে শহরে বাস করছিলেন, সেই শহরগুলির উৎপাটনের দিনে লোটকে তিনি সেই উৎপাটনের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

শ্লোক লুক ১৭:২৮,২৯; ২ পি ২:৬

প্র লোটের সেই দিনগুলিতে লোকে খাওয়া-দাওয়া করত, কেনা-বেচা করত, গাছ পুঁতত ও বাড়ি গড়ত।
উ যেদিন লোট সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল।
প্র ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বর সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন।
উ যেদিন লোট সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **২১:১–২২:৫; ২৩:১-২**

এসো, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে আমরা যেন দূরে সরে না যাই

প্রিয়জনেরা, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাল ও সদ্‌গুণমণ্ডিত কাজ না করি ও তাঁর যোগ্য নাগরিক না হই, তবে সাবধান থাক, পাছে আমাদের প্রতি তাঁর এত বহু ও মহান উপকার আমাদের বিচারদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে তিনি বলেন, *প্রভুর আত্মা এমন মশালের মত যা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে।*

এসো, ভেবে দেখি তিনি কতই না কাছে রয়েছেন; এও ভেবে দেখি যে, আমাদের মনোভাব বা সঙ্কল্পের কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না। অতএব এ সমীচীন যে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা থেকে দূরে সরে না যাই। এসো, ঈশ্বরের চেয়ে আমরা বরং যেন নির্বোধ ও অবিবেচক সেই মানুষকেই অবজ্ঞা করি যারা দাম্ভিক ও নিজেদের অসার কথা নিয়ে গর্ব করে। এসো, আমরা সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি সম্মান দেখাই, যাঁর রক্ত আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে; যাঁরা আমাদের শাসন করেন, তাঁদের সম্মান করি, গুরুজনদের প্রতি মর্যাদা দেখাই, যুবকদের ঈশ্বরভীতি-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তুলি, আমাদের স্ত্রীদের মঙ্গলের দিকে চালিত করি; তারা যেন শুচিতার বিনয়ী আচরণ দেখায়, কোমলতার মনোভাবের প্রমাণ দেয়, নীরবতা বজায় রেখে জিহ্বা-সংযম প্রকাশ করে, পক্ষপাত না ক'রে যেন সেই সকলেরই কাছে প্রীতি-স্নেহ দেখায় যারা পবিত্রতার সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করে। আমাদের সন্তানেরা যেন খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় অংশ নেয়, যেন শিখতে পারে ঈশ্বরের কাছে বিনম্রতা কতই না শক্তিশালী, ঈশ্বরের কাছে পুণ্যপ্রেম কতই না পরাক্রমী, ও তাঁর ভয় কতই না সুন্দর ও মহান—সেই ভয়ই তো তাদের সকলকেই ত্রাণ করে যারা শুচি মনে সেই ভয়তে পবিত্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করে। কেননা তিনি সমস্ত মনোভাব ও বাসনা তলিয়ে দেখেন; তাঁর প্রাণবায়ু আমাদের অন্তরে, আর যখন ইচ্ছে তিনি তখন তা কেড়ে নেন।

খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাস এসব কিছু সপ্রমাণ করে থাকে, কারণ তিনি নিজে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের এভাবে আহ্বান করেন, *এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়। কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ? মঙ্গলদিন দেখা যার আকাঙ্ক্ষা? কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ, ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।* যারা তাঁকে ভয় করে, সেই মহাদয়াবান ও উপকর্তা পিতা তাদের প্রতি করুণা দেখান; যারা সরল মনে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, তিনি তাদের উপর আপন অনুগ্রহদানগুলি বর্ষণ করেন। সুতরাং এসো, আমরা যেন দুমনা না হই, আমাদের প্রাণও যেন তাঁর উৎকৃষ্ট ও গৌরবময় দানগুলিকে নিয়ে গর্বোদ্ধত না হয়।

শ্লোক তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

প্র সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

প্র সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৯:১-১৮

ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও তার পাপ

ভ্রাতৃগণ, আমি খ্রীষ্টে সত্যকথা বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তর বেদনা রয়েছে; আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের

খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন বিনাশ-মানতের বস্তু হয়ে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, তারাই কুলপতিদের বংশধর, মানবস্বরূপের দিক দিয়ে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রীষ্ট, যিনি সবার উপরে, ধন্য পরমেশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

তথাপি, ঈশ্বরের বাণী যে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়; কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়; আরও, আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু *ইসায়াকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে।* তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে; কেননা প্রতিশ্রুতির প্রকৃত বাণী এ ছিল: *আমি বছরের এই সময়ে ফিরে আসব, তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।* শুধু তাই নয়, সেই রেবেকাও রয়েছেন, যাঁর সন্তানদের পিতা মাত্র একজন, আমাদের পিতৃপুরুষ সেই ইসায়াক: সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা ভাল-মন্দ কিছু করেননি, এমন সময়—যেন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে, [অর্থাৎ, যেন] কর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং আহ্বান করেন যিনি তাঁর ইচ্ছারই ভিত্তিতে [সেই সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে]—সেই রেবেকাকে বলা হয়েছিল, *জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে,* যেমনটি লেখা আছে: *আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছি।*

তবে আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি তাহলে অন্যায় করেন? দূরের কথা! কারণ মোশীকে তিনি বললেন, *আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব।* এক কথায়, ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, দয়া দেখান যিনি, সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; কেননা শাস্ত্র ফারাওকে বলে: *আমি এজন্যই তোমাকে উন্নীত করেছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, এবং সারা পৃথিবীতে যেন আমার নাম ঘোষণা করা হয়।* এক কথায়: তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া দেখান; আবার যাকে ইচ্ছা তার অন্তর কঠিন করে তোলেন।

শ্লোক রো ৯:৪,৮,৬

প্র তারা তো ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই,

উ কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।

প্র কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়;

উ কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক

যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে
তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী

মোশীর পুস্তকে লেখা আছে, আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, সেই বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল আর তিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন। তাঁর সেই বিশ্বাস কী ধরনের বিশ্বাস ছিল? আর তিনি কেন ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন? তাঁকে বলা হয়েছিল, *তুমি আপন দেশ, আপন মাতৃভূমি, আপন পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।* কিন্তু যখন খ্রীষ্টের পূর্বচ্ছবি হিসাবে আপন একমাত্র পুত্রকে বলিদান করতে তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল, তখন তাঁর কাছে ঈশ্বরে গুপ্ত সঙ্কল্পও প্রকাশ করা হয়েছিল। এজন্য ত্রাণকর্তা ইহুদীদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছিলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লাস করলেন; তিনি তা দেখলেন ও আনন্দিত হলেন।*

সুতরাং, তাঁর বাধ্যতা ও সেই বলিদানের কারণে আব্রাহাম ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন ও ধর্মময়তার গৌরবে পরিবৃত হলেন; আর শুধু তা নয়, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সম্মানপূর্ণ সুযোগও পেয়েছিলেন, ফলে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা কালের পূর্ণতায় বাস্তবায়িত হবার কথা তাও জানতে পেরেছিলেন।

আর ঠিক কালের পূর্ণতায়ই বিশ্বপাপহর পবিত্রতম বলি সেই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। তুমি কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর, কেমন করে তাদেরও বেলায় একই ব্যাপার ঘটে, যারা আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে আহূত। তারাও একথা শুনল: *তুমি তোমার দেশ ত্যাগ কর।* এবার শোন কতই না সাহসের সঙ্গে তারা উত্তর দেয়, *এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা,* যার নির্মাতা ও স্থপতি স্বয়ং ঈশ্বর। কেননা তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী, যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে ও ঈশ্বরপ্রেমে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী ত্যাগ করে, কারণ স্বর্গই হল সেই আবাস যা ইঙ্গিত করে ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি; আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার।* তারা বুঝতে পেরেছে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করতেই হবে।

তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? খ্রীষ্ট নিজেই উত্তর দেন: *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।* কোন সন্দেহ নেই: ঈশ্বরের বন্ধুত্ব পার্থিব ও সাংসারিক যে কোন আত্মীয়তার উর্ধ্বেই রয়েছে, এবং তাঁর সেবকদের কাছে খ্রীষ্টপ্রেম সত্যিই সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আব্রাহামের কাছে আদেশটা ছিল, তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজ পুত্রকে সুগন্ধি বলিরূপে উৎসর্গ করবেন; অন্য দিকে এদের কাছে আদেশটা হল, তারা বিশ্বাস ও ধর্মময়তায় কোমর বেঁধে অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরই উৎসর্গ করবে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।* এদের বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে, *যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।*

তারাও খ্রীষ্ট-রহস্য জানতে পেরেছে। হ্যাঁ, তারা জানে, তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার ও তাদের খ্রীষ্টভক্তির প্রতিদান স্বরূপ তাদের দেওয়া হবে ভাবী যুগের যত মঙ্গলদান ও চরম কালের যত আশীর্বাদ। এজন্য আব্রাহামের মত তারাও ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হবে।

শ্লোক ২ করি ৫:৭-৯; হিব্রু ১৩:১৪

প্র আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।
উ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
প্র এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।
উ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২১:১-২১

ইসায়াকের জন্ম

প্রভু নিজের কথা অনুসারে সারাকে দেখতে গেলেন; প্রভু যে কথা দিয়েছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন: সারা গর্ভবতী হয়ে পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই নির্ধারিত সময়ে আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আব্রাহাম সারার গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইসায়াক রাখলেন। তাঁর সেই সন্তান ইসায়াকের বয়স আট দিন হলে আব্রাহাম পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তাকে পরিচ্ছেদিত করলেন। আব্রাহামের সন্তান ইসায়াকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের বয়স একশ' বছর। তখন সারা বললেন, 'পরমেশ্বর এমনটি করলেন যেন আমার মুখে হাসি ফোটে; যে কেউ একথা শুনবে, সে আমার সঙ্গে হাসবে।' তিনি আরও বললেন, 'সারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে, এমন কথা আব্রাহামকে কেইবা বলতে পারত? অথচ আমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।'

শিশুটি বড় হতে লাগল, তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল, এবং যেদিন ইসায়াক দুধছাড়া হল, সেদিন আব্রাহাম মহাভোজের আয়োজন করলেন। কিন্তু সারা দেখলেন, মিশরীয় সেই আগার আব্রাহামের ঘরে যে সন্তান প্রসব

করেছিল, সে হাসছিল। তাই তিনি আব্রাহামকে বললেন, 'ওই দাসীকে ও তার ছেলেকে দূর করে দাও, কেননা আমার ছেলে ইসায়াকের সঙ্গে দাসীর ওই ছেলেকে উত্তরাধিকারী হতে নেই।' নিজের ছেলের কথা ভেবে আব্রাহাম সেই কথায় খুবই দুঃখ পেলেন। কিন্তু পরমেশ্বর আব্রাহামকে বললেন, 'ছেলেটির ও তোমার দাসীর কথা ভেবে দুঃখ করো না; সারা তোমাকে যা বলছে, তার সেই কথা শোন, কারণ ইসায়াকের মধ্য দিয়েই তোমার নামে একটা বংশের উদ্ভব হবে। কিন্তু তবু দাসীর ওই ছেলেকেও আমি এক জাতি করে তুলব, কারণ সেও তোমার বংশীয়।' খুব সকালে উঠে আব্রাহাম রুটি ও জলের একটা পাত্র নিয়ে তা আগারকে দিলেন, এবং তার কাঁধে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সেখান থেকে চলে গিয়ে সে বের্শেবা মরুপ্রান্তরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাত্রের জল ফুরিয়ে গেলে সে ছেলেটিকে একটা ঝোপের নিচে ফেলে রেখে তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে—অনুমান এক তীর দূরে গিয়ে বসে পড়ল, কারণ সে বলছিল, 'ছেলেটির মৃত্যু আমি দেখতে চাই না!' সে তার কাছ থেকে কিছু দূরে বসলে ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল; কিন্তু পরমেশ্বর ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনলেন, এবং পরমেশ্বরের এক দূত স্বর্গ থেকে ডেকে আগারকে বললেন, 'আগার, তোমার কী হচ্ছে? ভয় করো না, কারণ ছেলেটির তেমন দুরবস্থায় পরমেশ্বর তার চিৎকার শুনলেন; ওঠ, ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তাকে তোমার হাতে ধর, কেননা আমি তাকে এক মহাজাতি করে তুলব।' তখন পরমেশ্বর তার চোখ খুলে দিলেন, আর সে সামনে একটা কুয়ো দেখতে পেল; ওখানে গিয়ে জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে ছেলেটিকে জল খাওয়াল। আর পরমেশ্বর ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; সে বড় হয়ে উঠল, মরুপ্রান্তরে বসতি করল, ও তীরন্দাজ হয়ে উঠল। সে পারান মরুপ্রান্তরে বসতি করল; আর তার বিবাহের জন্য তার মা মিশর থেকে একটা মেয়ে আনল।

শ্লোক রো ৯:৭,৮; গা ৪:৩০

প্র আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু ইসায়াকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে।

উ তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে।

প্র ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না।

উ তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ২৪; ২৭:১–২৯:১

ঈশ্বর আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত

এসো, প্রিয়জনেরা, একথা ভাবি, কেমন করে মহাপ্রভু আমাদের অবিরতই দেখাচ্ছেন এমন ভাবী পুনরুত্থান হবে, যার প্রথমফল তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করায়ই উপস্থাপন করেছেন। এসো, প্রিয়জনেরা, কালচক্রে প্রতীয়মান পুনরুত্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি। দিন ও রাত আমাদের একপ্রকার পুনরুত্থান দেখায়: রাত নিদ্রা গেলে দিনের আবির্ভাব, দিন প্রস্থান করলে রাতের আগমন। এসো, ফসলের কথা ধরি: বীজ কী, ও কীভাবে অঙ্কুরিত হয়? বীজবুনিয়ে বেরিয়ে পড়ে এক একটা বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আর সেগুলো মাটিতে পড়ে শুষ্ক ও কেমন যেন উলঙ্গ হয়ে পচে। তারপর মহাপ্রভুর সুব্যবস্থার মাহাত্ম্য অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে পুনরুত্থিত করে, এবং এক বীজ থেকে বহু বীজ উৎপন্ন করে ও সেগুলোকে ফলদায়ী করে তোলে।

সুতরাং এ আশা নিয়ে আমাদের আত্মা তাঁর প্রতি আবদ্ধ থাকুক, কারণ তিনি আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত ও আপন বিচারগুলিতে ন্যায়শীল। যিনি মিথ্যা বলতে নিষেধাজ্ঞা দিলেন, তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবেন না, কেননা মিথ্যাকথা বলা ছাড়া ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। সেজন্য এসো, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনঃপ্রজ্বলিত করে তুলি, এবং একথা ভাবি যে, সবকিছু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপন মাহাত্ম্যের বাণীগুণে তিনি সবকিছু স্থাপন করলেন, আবার আপন বাণীগুণে সেসব কিছু বিনাশ করতে পারেন। *কেইবা তাঁকে বলতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?' আর কেইবা তাঁর শক্তির পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?* যখন ইচ্ছা করবেন ও যেভাবে ইচ্ছা

করবেন, তখনই তিনি সবকিছু সাধন করবেন, আর তাঁর কোন বিধি লোপ পাবে না। তাঁর সম্মুখে সবকিছুই রয়েছে, আর কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছাকে এড়াতে পারেনি, কারণ *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব, গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি; দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে, রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে। নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর।*

অতএব, যেহেতু সবকিছু তাঁর দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে ভয় করি ও কুকর্মের যত অসার কামনা পরিত্যাগ করি, যেন আগামী বিচারের সামনে তাঁর দয়ায় আশ্রয় পেতে পারি। কেননা আমাদের যে কোন একজন তাঁর শক্তিশালী হাত থেকে কোথায় বা উড়ে যেতে পারে? আর কোন্ জগৎ তাদের গ্রহণ করবে যারা তাঁর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে? বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় নিজেকে লুকাতে পারব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পৃথিবীর প্রান্তসীমায় যদি যাই, সেখানে তোমার ডান হাত আছে; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তোমার আত্মা আছেন।* তাই কোথায় যাওয়া যাবে, বা কোথায় তাঁরই কাছ থেকে পালানো যাবে যিনি সবকিছু ঘিরে রাখেন?

সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ও অকলুষিত হাত উত্তোলন করে ও যিনি আমাদের তাঁর নিজের স্বত্বাংশ করে তুলেছেন, আমাদের সেই কৃপাশীল ও করুণাময় পিতাকে ভালবেসে, এসো, আত্মার পবিত্রতায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাই।

শ্লোক এস্থার ৪:১৭খ,গ দ্রঃ

℣ প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা, সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন, এবং তোমার দৃঢ় ইচ্ছার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারে না।
℟ তোমার নামের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর।
℣ তুমি আকাশ, পৃথিবী ও আকাশের নিচে থাকা সকল আশ্চর্যময় বস্তু নির্মাণ করেছ।
℟ তোমার নামের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৯:১৯-৩৩

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা

ভাই, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তবে তিনি আবার অসন্তুষ্ট কেন, যখন তাঁর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই? হে মানুষ, তুমিই বরং কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ? *কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?* মাটির উপরে কি কুমোরের এমন কোন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে সে একটা পাত্র বিশেষ ব্যবহারের জন্য, ও একটা পাত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য গড়তে পারে? তবে নিজের ক্রোধ দেখাবার ইচ্ছায় ও নিজের পরাক্রম জানাবার ইচ্ছায় ঈশ্বর যখন ক্রোধের এমন পাত্রগুলিকে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছেন যেগুলি এর মধ্যে বিনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং তেমনটি করেছেন যেন দয়ার এমন পাত্রগুলির উপর তাঁর নিজের গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে পারেন, গৌরবের উদ্দেশেই যেগুলি তিনি আগে থেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তখন আমাদের কি বলার আছে? হ্যাঁ, আমরাই এই পাত্রগুলি; আমাদেরই তিনি আহ্বান করেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন; ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন: *যে জনগণ আমার আপন জনগণ ছিল না, আমি তাদের আমার আপন জনগণ বলে ডাকব; আর যে প্রিয়তমা ছিল না, তাকে আমার প্রিয়তমা বলে ডাকব। আর এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার আপন জনগণ নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।* আর ইস্রায়েলের বিষয়ে ইসাইয়া একথা ঘোষণা করেন: *ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মত হয়েও তবু কেবল একটা অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ পাবে; কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণীর সিদ্ধি ঘটাবেন,*

সম্পূর্ণরূপে ও নির্দ্বিধায়ই তাই করবেন। আবার ইসাইয়া যেমন আগে থেকে বলেছিলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য একটা বংশ অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, ও গমোরার সদৃশ হতাম।*

তবে আমরা কী বলব? সেই বিজাতীয়রা, যারা ধর্মময়তা পাবার জন্য চেষ্টা করছিল না, তারাই ধর্মময়তা পেল: বিশ্বাস থেকেই আগত ধর্মময়তা পেল; কিন্তু ইস্রায়েল ধর্মময়তা-দানকারী এমন একটা বিধান পাবার জন্য চেষ্টা করেও সেই বিধানের নাগাল পায়নি। এর কারণ কী? কারণ তারা বিশ্বাসের মধ্য থেকে তা পাবার চেষ্টা করছিল না, কিন্তু মনে করছিল, কর্মের মধ্য থেকেই তা পাবে। আসলে তারা সেই প্রস্তরেই হোঁচট খেয়েছে যা মানুষের হোঁচট ঘটায়, যেমন লেখা আছে, *দেখ, আমি সিয়োনে এমন প্রস্তর স্থাপন করেছি যাতে লোকে হোঁচট খাবে, এমন শৈল স্থাপন করেছি যা পদস্খলন ঘটাবে; কিন্তু যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।*

শ্লোক হো ২:২৫; রো ৯:২৩,২৫

প্র যার নাম স্নেহবঞ্চিতা আমি তাকে স্নেহ করব,
উ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।
প্র আপন গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করলেন, ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন,
উ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ১ম পুস্তক ২৭-২৮

খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীই আব্রাহামের একমাত্র বংশ

প্রেরিতদূত বলেন, *বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল।* আগে *আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম; কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।* এভাবে তিনি তাদের ভর্ৎসনা করেন, যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অর্থশূন্য করে দেয় ও পরিচালক দাসের অধীনে এখনও থাকতে চায়—স্বাধীনতার কাছে যিনি আমাদের আহ্বান করলেন তিনি ঠিক যেন এখনও আসেননি!

যখন তিনি বলেন, দীক্ষাস্নাত মানুষ খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় বিশ্বাসগুণে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি দেখাতে চান, পরিচালক দাসের অধীনে কখনও না থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয়রা নিজেদের তাঁর সন্তান বলে গণ্য করতে যেন আশাভ্রষ্ট না হয়। বিশ্বাসগুণে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় সকলেই সন্তান হয়ে ওঠে—স্বরূপে নয়, অর্থাৎ সেই একমাত্র পুত্রের মত নয় যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও; আবার, তারা যে প্রজ্ঞা-ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি একপ্রকার দখল করেছে, এ অর্থেও নয়। একমাত্র মধ্যস্থ সেই খ্রীষ্ট প্রজ্ঞার সঙ্গে এক—প্রজ্ঞা কারও হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন মধ্যস্থের সহযোগিতা ছাড়াই তাঁকে আপন মানবতায় ধারণ করল। তারা বরং মধ্যস্থে বিশ্বাসের গুণে ও বিশ্বাসের ফলেই প্রজ্ঞার সহভাগী হয়ে সন্তান হয়ে ওঠে।

তেমন বিশ্বাসে ইহুদী ও গ্রীক, ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, কারণ যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তারা খ্রীষ্টযীশুতে এক। আর যখন এ হল সেই বিশ্বাসের ফল, যা অনুসারে মানুষ এ জীবনকালে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করে, তখন আর কতই না পূর্ণ ও নিখুঁত হবে দর্শনেরই ফল, যা অনুসারে আমরা তাঁকে মুখোমুখিই দেখতে পাব!

কেননা এখন বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে আমরা জীবনদায়ী আত্মার প্রথমফল পাওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু পাপের দরুন দেহ এখনও মৃত্যুর অধীন, সেজন্য ইহুদী-গ্রীক বা সামাজিক শ্রেণি-লিঙ্গ সংক্রান্ত এ সমস্ত ব্যবধান বিশ্বাসের ঐক্য দ্বারা বাতিল করে দেওয়া সত্ত্বেও এ জীবনকালে তা এখনও থেকে যাচ্ছে। প্রেরিতদূতেরাও আমাদের শিক্ষা দেন, ইহলোকে এ সমস্ত ব্যবধান রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়; এমনকি, জাতীয়তা, ক্রীতদাস-মনিব অবস্থা, লিঙ্গ বা প্রতীয়মান অন্য যে কোন ব্যবধান রক্ষা করেও আমরা যেন সবাই মিলে জীবন যাপন করতে পারি, এজন্য তাঁরা

অধিক উপযুক্ত নিয়ম দান করেন। তাঁদের আগে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, *যা সীজারের, তা সীজারকে দাও; যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও।*

প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক;* কিন্তু উপরোল্লিখিত ব্যবধানের কথার জোরে বলে চলেন, *আর তোমরা যখন খ্রীষ্টের,* তখন অনুমান করা যায় *তোমরা আব্রাহামের বংশ।* এর অর্থ এরূপ: খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক, ফলে তোমরাই আব্রাহামের বংশধর। কেননা আগে তিনি বলেছিলেন, *শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে একবচনে বলে, 'আর তোমার বংশধরের প্রতি', যে বংশধর স্বয়ং খ্রীষ্ট।* সুতরাং তিনি এখানে দেখাচ্ছেন, খ্রীষ্টই সেই একমাত্র বংশধর; তবু একমাত্র মধ্যস্থ হিসাবে খ্রীষ্টের দিকে শুধু নয়, বরং খ্রীষ্ট যার মাথা, তাঁর দেহ-মণ্ডলীর দিকেও তিনি অঙুলি নির্দেশ করেন। আর তিনি তাই বলেন যেন সকলেই খ্রীষ্টে এক হতে পারে ও প্রতিশ্রুতি মত বিশ্বাসগুণে সেই উত্তরাধিকারও পেতে পারে। খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় জনগণ উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত পরিচালক দাসের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনেই যেন বিধানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকল; অর্থাৎ কিনা তারা সেই পর্যন্তই আবদ্ধ হয়ে থাকল, যে পর্যন্ত সেই জনগণের মধ্য থেকে যারা ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে আহূত হওয়ার কথা, তারা স্বাধীনতার কাছে আহূত না হল।

শ্লোক গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫

প্র তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,
উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।
প্র তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ,
উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২২:১-১৯

আহুতিরূপে উৎসর্গীকৃত ইসায়াক

পরমেশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' তিনি বলে চললেন, 'তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসায়াককে নাও ও মোরিয়া দেশে যাও, আর সেখানে যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপরে তাকে আহুতিরূপে বলিদান কর।' আব্রাহাম খুব সকালে উঠে গাধা সাজিয়ে দু'জন দাস ও তাঁর ছেলে ইসায়াককে সঙ্গে নিলেন, আহুতির জন্য কাঠ কাটলেন, এবং সেই জায়গার দিকে যাত্রা করলেন, যার কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন। তৃতীয় দিনে আব্রাহাম চোখ তুলে দূর থেকে জায়গাটা দেখতে পেলেন। তখন আব্রাহাম দাসদের বললেন, 'তোমরা গাধার সঙ্গে এইখানে দাঁড়াও; আমি ও ছেলেটি, আমরা ওখানে গিয়ে পূজা করে আসি; তারপর তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইসায়াকের মাথায় দিলেন, এবং নিজে আগুন ও খড়্গ হাতে নিলেন; পরে দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন। তখন ইসায়াক তাঁর পিতা আব্রাহামকে বললেন, 'পিতা আমার!' তিনি বললেন, 'এই যে আমি, সন্তান আমার!' ইসায়াক বলে চললেন, 'আগুন ও কাঠ তো এখানে রয়েছে, কিন্তু আহুতির জন্য মেষশাবক কোথায়?' আব্রাহাম বললেন, 'সন্তান আমার, আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।' তাঁরা একসঙ্গে আরও এগিয়ে চললেন, আর যখন সেই জায়গায় এসে পৌঁছলেন, যার কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, তখন আব্রাহাম একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, কাঠ সাজালেন, এবং তাঁর ছেলে ইসায়াককে বেঁধে বেদিতে কাঠের উপরে রাখলেন। পরে আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য খড়্গ তুলে নিলেন, কিন্তু স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে ডাকলেন, বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি!' দূত বললেন, 'ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ো না, তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর; তুমি আমাকে তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে দিতেও অস্বীকার করনি।' তখন আব্রাহাম চোখ তুলে দেখতে পেলেন, পাশে একটা ভেড়া, তার শিঙ একটা ঝোপের মধ্যে জড়ানো। আব্রাহাম গিয়ে সেই ভেড়াটা নিলেন ও নিজের ছেলের

বদলে আহুতি রূপে তা বলিদান করলেন। আব্রাহাম সেই জায়গার নাম রাখলেন 'প্রভু নিজেই দেখেন', এজন্য আজ লোকে বলে, 'পর্বতে প্রভু নিজেই দেখেন।'

প্রভুর দূত দ্বিতীয়বারের মত স্বর্গ থেকে আব্রাহামকে ডাকলেন, বললেন, 'প্রভুর উক্তি! নিজের দিব্যি দিয়েই বলছি, তুমি এই কাজ করেছ বলে—তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকেও আমাকে দিতে অস্বীকার করনি বলে আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত করব; তোমার বংশধরেরা শত্রুদের নগরদ্বার দখল করবে। তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েছ।'

পরে আব্রাহাম নিজের দাসদের কাছে ফিরে গেলেন, আর সকলে মিলে বের্শেবার দিকে রওনা হলেন; এবং আব্রাহাম সেই বের্শেবায়ই বসতি করলেন।

শ্লোক হিব্রু ১১:১৭,১৯; রো ৪:১৭

প্র বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন;
উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।
প্র তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি, যা অস্তিত্ববিহীন, তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।
উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৩০-৩২

নিজেতে নয়,
ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক

আমরা যখন সেই পবিত্রজনের অংশ, তখন এসো, পরনিন্দা, অপবিত্রতা, অশুচিতা, মাতলামি, নতুনত্বের প্রবণতা, জঘন্য ভাবাবেগ, নিন্দনীয় ব্যভিচার ও জঘন্য গর্ব এড়িয়ে সেইসব কিছুই বরং সাধন করি যা পবিত্র, কারণ *ঈশ্বর দাম্ভিকদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন।*

ঈশ্বর থেকে যাদের অনুগ্রহ দেওয়া আছে, এসো, আমরা তাদেরই আঁকড়িয়ে ধরে থাকি; যত পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে দূরে থেকে ও কথায় নয়, কাজেই ধর্মময় হয়ে উঠে, এসো, আত্মার নম্রতা ও শুচিতা বজায় রেখে সুসম্পর্ক পরিধান করি। কারণ লেখা আছে, *এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না? বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক? সুখী সেই মানুষ—নারীজাত যে মানুষ, স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ।* অতিরিক্ত কথা বলো না! নিজেতে নয়, ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক, কারণ যারা নিজেদের প্রশংসা করে, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। ধর্মময় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি আমাদের সৎকর্মের বিষয়েও সাক্ষ্যদান অন্য মানুষের কাছ থেকেই আসুক। স্পর্ধা, দুঃসাহস ও দম্ভ তাদেরই চিহ্ন, যারা ঈশ্বর থেকে পরিত্যক্ত; শালীনতা, বিনম্রতা ও কোমলতা তাদেরই অনুচর, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র।

সুতরাং এসো, তাঁর আশীর্বাদ আঁকড়িয়ে ধরে থাকি ও আশীর্বাদের পথগুলির অন্বেষণ করি। এসো, প্রাচীনকালের ঘটনা স্মরণ করি। আমাদের পিতা আব্রাহাম কেন আশীর্বাদের পাত্র হলেন, যদি-না এ কারণেই যে তিনি বিশ্বাসগুণে ধর্মময়তা ও সত্যের সাধক হলেন? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ইসায়াক আনন্দের সঙ্গে বলিরূপে চালিত হচ্ছিলেন। ভাইয়ের জন্য যাকোব বিনম্রতার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে লাবানের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করলেন: তাঁকেই ইস্রায়েলের বারোটি কুলের রাজদণ্ড দেওয়া হল।

আর যে কেউ এসব কিছু সরল মনে তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে, যে সমস্ত দান তাকে দেওয়া হয়েছে সে তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। যাকোব থেকেই তো আগত সেই সকল যাজক ও লেবীয় যারা ঈশ্বরের বেদির পরিসেবক; তাঁর কাছ থেকেই আগত মাংস অনুসারে প্রভু যীশু; তাঁরই কাছ থেকে আগত যুদার বংশ-পরম্পরায় সমস্ত রাজা, নেতা ও শাসনকর্তা; আর অন্যান্য কুলের রাজদণ্ড কম বিখ্যাত নয়, কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *আমি তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত করব।*

অতএব, এঁরা সকলে নিজেদের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেদের কাজকর্ম গুণেও নয়, নিজেদের সাধিত ধর্মকাজ গুণেও নয়, বরং তাঁরই ইচ্ছা গুণে সুনাম ও মহিমা লাভ করলেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছি, আমাদের নিজেদের গুণে, কিংবা আমাদের জ্ঞান, সুবুদ্ধি, ভক্তি বা পবিত্র অন্তরে সাধিত কোন কাজকর্মের গুণে নয়, বরং সেই বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় হয়ে উঠি, যে বিশ্বাস গুণে জগতের শুরু থেকে সকল মানুষকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করলেন সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৭:৯; রো ৮:২৮

প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে,

উ সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

প্র যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে;

উ সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১০:১-২১

ঈশ্বর সকলেরই প্রভু

ভাই, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা ও ঈশ্বরের কাছে আমার মিনতি তাদেরই খাতিরে, তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। তাদের পক্ষে আমি স্বীকার করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয়। কেননা ঈশ্বরের ধর্মময়তা বুঝতে চেষ্টা না করে বরং নিজেদেরই ধর্মময়তা স্থাপন করতে চেষ্টা করায় তারা ঈশ্বরের ধর্মময়তার বশে নিজেদের বশীভূত করেনি; অথচ খ্রীষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে। বিধানজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে মোশী একথা বলেন, *যে মানুষ তা পালন করে, সে তাতে জীবন পাবে;* কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, *মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে?* অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? একথাও বলো না, *কে পাতালে নেমে যাবে?* অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে পাতালে নেমে যাবে? আসলে শাস্ত্র কী বলে? *সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে।* অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কেননা হৃদয়ে বিশ্বাস করেই তো মানুষ লাভ করে ধর্মময়তা, আর মুখে তা স্বীকার করেই তো সে লাভ করে পরিত্রাণ। কেননা শাস্ত্র বলে, *যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না,* কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। বাস্তবিকই *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।* তবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে শুনবে? আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? যেমনটি লেখা আছে, *আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে!* কিন্তু সকলেই যে সেই শুভসংবাদে সাড়া দিয়েছে এমন নয়; ইসাইয়া যেমনটি বলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?* এক কথায়: বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রীষ্টের বচন দ্বারাই সাধিত। কিন্তু আমি বলি: তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে!

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

তবু আমি আবার বলি: ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশী প্রথমে বলেন,

যে জাতি জাতি নয়,
আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব;
মূর্খ এক জাতির প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব।

আর ইসাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন,

যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না,
তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।

কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জনগণের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম।*

শ্লোক রো ১০:১২-১৩; ১৫:৮-৯

℣ স্বয়ং খ্রীষ্টই সকলের প্রভু; আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান;
℟ কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।
℣ আমার কথা এ: খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন; এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে।
℟ কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি **পত্র ২৯:৬,৮,৯**

আমরা খ্রীষ্টের কথা প্রচার করি

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে ও শান্তি ঘোষণা করে! যাঁরা শুভসংবাদ প্রচার করেন, পিতর, পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূত ছাড়া তাঁরা আর কেইবা হতে পারেন? প্রভু যীশুর কথা ছাড়া তাঁরা আর কীবা প্রচার করেন? তিনিই তো আমাদের শান্তি, তিনিই তো পরম মঙ্গল; কারণ তিনি মঙ্গলময় পিতা থেকে আগত পরমমঙ্গল। পরিশেষে তাঁর সেই আত্মাও মঙ্গলময়, যিনি তাঁর কাছ থেকে সবকিছু নেন ও ঈশ্বরের সেবকদের সরল পথে চালিত করেন। ঈশ্বরের আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে কেবা অস্বীকার করবে তিনি মঙ্গলময়, যখন তিনি নিজে বলেন, *আমি মঙ্গলকারী বিধায় তুমি কি হিংসুক?* তাই তেমন মঙ্গল আমাদের আত্মায় ও আমাদের মনের গভীরে আগমন করুক, কারণ যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, ঈশ্বর তাদের প্রচুরমাত্রায় উপকার দান করেন। তিনিই আমাদের ধন, তিনিই আমাদের পথ, তিনিই আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধর্মময়তা, আমাদের পালক, মঙ্গলময় পালক, তিনিই তো আমাদের জীবন। দেখ একমাত্র মঙ্গলদানে কতগুলো না মঙ্গলদান সঞ্চিত! সুসমাচার-রচয়িতাগণ এ সমস্ত মঙ্গলের কথাই আমাদের কাছে প্রচার করেন।

সুতরাং প্রভু যীশু নিজেই সেই পরম মঙ্গল যা আমাদের কাছে নবীদের দ্বারা পূর্বপ্রদর্শিত, স্বর্গদূতদের দ্বারা ঘোষিত, পিতা দ্বারা প্রতিশ্রুত ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। তিনি পরিপক্কতার মতই যেন আমাদের কাছে এলেন; কিন্তু সাধারণ পরিপক্কতার মত শুধু নয়, পাহাড়পর্বতে ফসলের পরিপক্কতার মতই তিনি উপস্থিত হলেন ও প্রথম আমাদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করলেন, যাতে আমাদের মনোভাবে অপক্ক বা কাঁচা কিছু না থাকে, ও আমাদের কাজকর্ম ও আচরণে হিংস্র বা তীব্র কিছু না থাকে। এজন্য তিনি এ কথাও বলেন, *আমি যে আগে তোমাদের কাছে কথা বলতাম, সেই আমি এসে গেছি।* অর্থাৎ, আমি যে একসময় নবীদের দ্বারা কথা বলতাম, সেই আমি এখন সেই দেহে উপস্থিত, যে দেহ কুমারী থেকে ধারণ করলাম: আমি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি রূপে ও তাঁর স্বরূপের চিহ্নরূপে উপস্থিত; আমি মানবরূপেও উপস্থিত।

সুতরাং এসো, যাঁর মধ্যে পরম মঙ্গল বিরাজিত, তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, কারণ তিনি নিজেই মঙ্গলময়তা;

তিনি নিজেই ইস্রায়েলের ধৈর্য, যিনি মনপরিবর্তনের দিকে তোমাকে আহ্বান করেন যাতে তোমাকে বিচারে না আসতে হয়, বরং তুমি যেন পাপের ক্ষমা লাভ করতে পার। তিনি বলছেন, *মনপরিবর্তন কর।* তিনি এমন পরম মঙ্গল যাঁর কোন অভাব নেই, বরং সবকিছুতে ধনবান। তিনি এমন ধনবান যে *আমরা সকলে*—সুসমাচার-রচয়িতার কথায়—*তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি* ও তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছি।

শ্লোক ১ যোহন ৫:২০,১১

প্র আমরা তো জানি: ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, এবং সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা তাঁর সেই সত্যময় পুত্রে আছি;

উ তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

প্র অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন;

উ তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৪:১-২৭

আব্রাহাম ইসায়াকের জন্য বধূ খোঁজ করতে পাঠান

আব্রাহাম তখন বৃদ্ধ, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে; প্রভু আব্রাহামকে সব দিক দিয়েই আশীর্বাদ করেছিলেন। আব্রাহাম, তাঁর সমস্ত কিছুর উপরে যার ভার ছিল, তাঁর ঘরের সেই সবচেয়ে প্রাচীন কর্মচারীকে বললেন, 'আমার উরুতের নিচে হাত দাও: আমি চাই, তুমি স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভুর নামে শপথ করবে যে, আমি যে কানানীয়দের মধ্যে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না, কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিভাইদের কাছে গিয়ে আমার ছেলে ইসায়াকের জন্য একটি বধূ আনবে।' কর্মচারী তাঁকে বলল, 'মেয়েটি হয় তো আমার সঙ্গে এই দেশে আসতে রাজি নাও হতে পারে; তবে আপনি যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, আপনার ছেলেকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে যাব?' আব্রাহাম তাকে বললেন, 'সাবধান, কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার সেখানে নিয়ে যেয়ো না। স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভু, যিনি আমাকে আমার পিতৃগৃহ থেকে ও আমার জন্মভূমি থেকে তুলে এনেছেন, যিনি আমাকে শপথ করে বলেছেন "আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব," তিনিই তোমার আগে আগে তাঁর দূত পাঠাবেন, যেন তুমি আমার ছেলের জন্য সেখান থেকে একটি মেয়ে আনতে পার। মেয়েটি তোমার সঙ্গে আসতে রাজি না হলে, তবে তুমি আমার প্রতি এই শপথ থেকে মুক্ত হবে; কিন্তু কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো না।' সেই কর্মচারী আপন মনিব আব্রাহামের উরুতের নিচে হাত দিয়ে এবিষয়ে শপথ করল।

সেই কর্মচারী তার মনিবের উটদের মধ্য থেকে দশটা উট ও তার মনিবের মূল্যবান যত জিনিস সঙ্গে করে রওনা হয়ে আরাম-নাহারাইম দেশে নাহোর শহরের দিকে যাত্রা করল। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে স্ত্রীলোকেরা জল তুলতে বেরিয়ে যায়, ঠিক সেসময়ে সে উটগুলোকে শহরের বাইরে কুয়োর কাছাকাছি বসিয়ে রাখল; সে বলল, 'আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর হে প্রভু, এমনটি হতে দাও, যেন আজ কৃতকার্য হতে পারি; আমার মনিব আব্রাহামের প্রতি কৃপা দেখাও। দেখ, আমি এই উৎসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, এবং এই শহরবাসীদের মেয়েরা জল তুলতে বেরিয়ে আসছে; তাই যে মেয়েকে আমি বলব, তোমার কলসি নামিয়ে আমাকে জল খেতে দাও, সে যদি বলে, "জল খাও, আমি তোমার উটগুলোকেও জল খাওয়াব," তাহলে সে-ই হোক তোমার দাস ইসায়াকের জন্য তোমার নিরূপিত মেয়ে; এতে আমি বুঝব যে, তুমি আমার মনিবের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ।'

একথা বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসি কাঁধে করে বেরিয়ে এলেন; তিনি আব্রাহামের ভাই নাহোরের স্ত্রী মিল্কার সন্তান বেথুয়েলের কন্যা। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, যুবতী এক কুমারী, কোন পুরুষের সঙ্গে তখনও তাঁর মিলন হয়নি। তিনি উৎসের ধারে নেমে গিয়ে কলসি ভরে আবার উঠে আসছিলেন, এমন সময় সেই কর্মচারী তার দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আপনার কলসি থেকে আমাকে কিছুটা জল খেতে দিন।' তিনি বললেন, 'মহাশয়, খান!' তা বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলসি হাতের বাহুতে নামিয়ে তাকে জল খেতে দিলেন। তাকে জল

খেতে দেওয়ার পর বললেন, 'আপনার উটগুলোর জল খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদেরও জন্য জল তুলব।' তিনি শীঘ্রই গড়ায় কলসির জল ঢেলে আবার জল তুলতে কুয়োর কাছে ছুটে গিয়ে তার সকল উটের জন্য জল তুলে আনলেন। এর মধ্যে সেই মানুষ নীরবে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, প্রভু তার যাত্রা সফল করেছেন কিনা, তা জানবার অপেক্ষা করছিল। উটগুলো জল খাওয়ার পর সেই মানুষ তাঁর নাকে একটা সোনার নথ পরিয়ে দিল, যার ওজন আধ তোলা, এবং তাঁর হাতে পরিয়ে দিল দু'টো সোনার বালা, যার ওজন দশ তোলা; পরে বলল, 'আপনি কার কন্যা? আমাকে বলুন, আপনার পিতার বাড়িতে কি আমাদের রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা আছে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি সেই বেথুয়েলের কন্যা, যিনি মিল্কার সন্তান, যাঁকে তিনি নাহোরের ঘরে প্রসব করেছিলেন।' তিনি বলে চললেন, 'খড় ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, রাত্রিযাপনের জন্য জায়গাও আছে।'

তখন লোকটি মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল; বলল, 'আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর সেই প্রভু ধন্য! কারণ তিনি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হননি; প্রভু আমার মনিবের ভাইদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পথ চালনা করলেন।'

শ্লোক সিরা ৪৪:২২,২৩; হিব্রু ১১:২০ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর ইসায়াকের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, ও যাকোবের মাথার উপরেই সেই আশীর্বাদ ও সন্ধি অধিষ্ঠিত করলেন;

উ তিনি তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন, তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন।

প্র বিশ্বাসে ইসায়াক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন,

উ ঈশ্বর তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন, তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৩৩-৩৪**

আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক

তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব? আমরা কি সৎকর্মে শিথিল ও ভালবাসায় ক্ষান্ত হব? তা মহাপ্রভু যেন না ঘটতে দেন—কমপক্ষে আমাদের বেলায়! আমরা বরং দৃঢ়তা ও আগ্রহের সঙ্গে যেন যত সৎকর্ম সাধনে তৎপর হই। কেননা বিশ্বের নির্মাতা ও মহাপ্রভু নিজ কর্মে উল্লসিত। তিনি নিজ অসীম মহত্ত্বে আকাশমণ্ডল স্থাপন করলেন, ও তাঁর দুর্জ্ঞেয় সুবুদ্ধিতে তা অলঙ্কৃত করলেন; তিনি পৃথিবীকে তার চারদিকের জল থেকে পৃথক করলেন, ও তাঁর আপন ইচ্ছার অটল ভিত্তির উপরে তা অবিচল করলেন; তিনি চাইলেন, পৃথিবীতে জীবজন্তুও থাকবে; সমুদ্র ও তার মধ্যে যত প্রাণীকে তিনিই প্রস্তুত করলেন ও আপন শক্তিতে তা সীমাবদ্ধ করলেন। সর্বোপরি তিনি আপন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হাতে আপন সাদৃশ্যে শ্রেষ্ঠজীব ও বুদ্ধির জন্য অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন সেই মানুষ গড়লেন; কেননা ঈশ্বর একথা বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি; ঈশ্বর মানুষ নির্মাণ করলেন, পুরুষ ও নারী করে তাকে নির্মাণ করলেন।* এসব কিছু শেষ করার পর তিনি তার প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে বললেন, *তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর।*

এসো, লক্ষ করি কেমন করে ধার্মিক সকলেই সৎকর্মে ভূষিত হল; এমনকি প্রভু নিজেই নিজেকে সৎকর্মে ভূষিত করে আনন্দ পেলেন। সুতরাং, তেমন দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হয়ে, এসো, তাঁর ইচ্ছা বিলম্ব না করেই পালন করি, ধর্মময়তার কাজ যথাশক্তি সাধন করি।

সৎ মজুর গর্বের সঙ্গেই নিজ শ্রমের অন্ন নেয়; অন্যদিকে শিথিল ও উদাসীন মজুর মনিবকে মুখোমুখি দেখতে পারে না; এজন্য সৎকর্মে আমাদের তৎপর হতে হবে, কারণ সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে আগত। বস্তুত তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *দেখ, প্রভু আসছেন, তাঁর মজুরি আছে তাঁরই সামনে, তিনি যেন সকলকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দিতে পারেন।* এজন্য আমরা যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসি, তিনি এ আমাদের

উপদেশ দেন যেন যে কোন সৎকর্মে শিথিল ও উদাসীন না হই। আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক; এসো, আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন হই; স্বর্গদূতদের গোটা বাহিনীর কথা ভেবে দেখি, তাঁরা কেমন করে প্রস্তুত থেকে তাঁর ইচ্ছার সেবা করে চলেন। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, লক্ষ লক্ষ দূত তাঁর সেবা করছিলেন, এবং কোটি কোটি দূত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন; *তাঁরা গান করছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু, তাঁর গৌরব সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত।* ফলে এসো, সচেতন হয়ে ও সুসম্পর্কের বন্ধনে একত্র হয়ে আমরাও একসুরে তাঁর কাছে আমাদের চিৎকার তুলি, যেন তাঁর মহা ও গৌরবময় প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে পারি; কেননা তিনি বলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁর প্রত্যাশায় আছে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।*

শ্লোক সাম ২৫:৯-১০; জাখা ৭:৯

℣ প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।
℟ যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।
℣ তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, ও প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।
℟ যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১১:১-১২

ইস্রায়েল ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত নয়

ভ্রাতৃগণ, আমি বলি, ঈশ্বর কি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! আমিও একজন ইস্রায়েলীয়, আব্রাহাম-বংশের ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর মানুষ। ঈশ্বর যে জনগণকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। নাকি, এলিয়ের কাহিনীতে শাস্ত্র যা বলে তোমরা কি তা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে এই অভিযোগ রেখেছিলেন:

প্রভু, তারা তোমার নবীদের হত্যা করেছে,
তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদি উপড়ে ফেলে দিয়েছে;
আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম,
আর তারা এখন আমার প্রাণ নেবার জন্য সচেষ্ট আছে।

কিন্তু দৈববাণী তাঁকে কী উত্তর দেয়?

বায়ালের সামনে যারা নতজানু হয়নি,
এমন সাত হাজার মানুষকে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।

তেমনি বর্তমানকালেও অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আর সেটি যখন অনুগ্রহজনিত, তখন আদৌ কর্মজনিত হতে পারে না; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রইল না।

তবে কী? ইস্রায়েল যা সন্ধান করছিল, তা পায়নি, কিন্তু সেই মনোনয়নের পাত্র যারা, কেবল তারাই তা পেয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে,

ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন:
এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না;
এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না—আজও পর্যন্ত!

আর দাউদ বলেন:

ওদের ভোজনপাট ওদের জন্য ফাঁদ, ফাঁস ও স্খলন হোক;
হোক ওদের নিজেদের যোগ্য প্রতিফল।

ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের পিঠ তুমি সবসময়ের মত কুব্জ করে রাখ।

তবে আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়েছে যেন তাদের শেষ পতন ঘটে? দূরের কথা! বরং তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে। আচ্ছা, তাদের প্রায়-পতন যখন হল জগতের ঐশ্বর্য, ও তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে!

শ্লোক রো ১১:৫,৭,৮; যোহন ১২:৪১

℣ এ বর্তমানকালেও ইস্রায়েলে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে:
℟ ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।
℣ খ্রীষ্টের গৌরব দেখতে পেয়ে ইসাইয়া একথা বলেছিলেন:
℟ ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ১

আমরা খ্রীষ্টান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত

আমি পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব, পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব: তিনি ইহুদী ও বিজাতীয়দের নিয়ে গঠিত সমাজগৃহ তথা মণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, পুব ও পশ্চিম থেকে, অর্থাৎ জগতের সমস্ত অঞ্চল ও স্থান থেকে সকলকেই একত্রিত করবেন।

যখন তিনি সেই পুত্রকন্যাদের কথা উল্লেখ করেন যারা চারদিক থেকে ছুটে আসবে, তখন খ্রীষ্টের আগমনের সময়ের কথা ইঙ্গিত করেন, সেসময়ই তো জগদ্বাসীদের কাছে আত্মায় পবিত্রীকরণ দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বলেন, *যারা আমার নাম অনুসারে অভিহিত*, তখন মাত্র এক জাতির জন্য নয়, বরং এমন আহ্বানের কথা নির্দেশ করেন যা সকলেরই জন্য সাধারণ ও অনন্য আহ্বান। বস্তুতপক্ষে আমরা খ্রীষ্টান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত। এভাবে পিতরও, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত যারা, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেন, *কিন্তু তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।*

আমরা আসলে পবিত্রীকরণ দ্বারা খ্রীষ্টে নবায়িত হয়েছি; তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সেই স্বরূপেরই প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি যা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে যিনি আমাদের গড়লেন; তাছাড়া জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের কেমন যেন প্রাথমিক যত বিষয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে: পাপ ও দুষ্কর্মের যত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে আমরা ভুলভ্রান্তির কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত সেই পুরনো মানুষ ফেলে সেই নতুন মানুষ পরিধান করেছি, যে মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তিতে নবায়িত যিনি স্বয়ং তাকে গড়লেন। খ্রীষ্টেই তো সাধিত হল সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাকে নবসৃষ্টিও বলে। তেমন নবসৃষ্টি আমরা ক্ষয়শীল বীজ থেকে নয়, জীবনময় ও সনাতন ঈশ্বরের বাণী থেকেই পেয়েছি।

সুতরাং এই যে জনগণ জগতের চারদিক থেকে একত্রিত ও আমার নিজের নাম অনুসারে অভিহিত, অন্য কেউ নয়, আমি নিজে আমার নিজের গৌরবার্থেই তাদের সৃষ্টি, গঠন ও নির্মাণ করেছি। তবে পিতা ঈশ্বরের গৌরবের

কথা বলতে গিয়ে তা কেবল পুত্রেরই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যেহেতু তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যেই পিতা মহিমান্বিত, যেমন তিনি নিজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, *আমি তোমাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছি।* এতে তাঁর বিশ্বাসী আমরা অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে অবগত যে, মানুষ তাঁর দ্বারাই গড়া হয়েছে যেন তাঁর সমরূপ হয়ে উঠে অন্তরাত্মায় ঐশস্বরূপের জ্যোতিপ্রদ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। এধরনের কথা সামসঙ্গীতের রচয়িতাও বললেন, *ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে, তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।* তাছাড়া যখন তিনি বলেন, *আমি অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলাম,* তখন স্পষ্টভাবে তাঁর পরাক্রমের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, যা কোন কথা বোঝাতে পারে না, বরং যা সত্যিই চমৎকার। কেননা যাদের মন ও হৃদয় একসময় শয়তানের শঠতায় ও ভুলভ্রান্তির তমসায় চারদিকে আবিষ্ট ছিল, তাদের তিনি দীপ্তিময় করে তুললেন ও প্রভাতী তারা রূপেই যেন তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন; হ্যাঁ, তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হয়ে তিনি তাদের রাত্রির ও অন্ধকারের সন্তান নয়, বরং—প্রজ্ঞাপূর্ণ পলের বর্ণনা অনুসারে—আলো ও দিনেরই সন্তান করলেন।

শ্লোক রো ৯:২৪,২৫,২৬; হো ২:২৫

প্র ঈশ্বর ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন, ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন,

উ এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

প্র যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

উ এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৪:৩৩-৪১,৪৯-৬৭

ইসায়াক রেবেকাকে বিবাহ করেন

আব্রাহামের কর্মচারীর সামনে খাবার পরিবেশন করা হল, কিন্তু সে বলল, 'আমার যা বলার, তা না বলা পর্যন্ত আমি খাব না।' লাবান বললেন, 'বলুন!' সে বলল, 'আমি আব্রাহামের কর্মচারী; প্রভু আমার মনিবকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করেছেন, আর তিনি এখন প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। প্রভু তাঁকে দান করেছেন মেষ ও গবাদি পশুপাল, সোনা-রুপো, দাস-দাসী, উট ও গাধা। আমার মনিবের বধূ সারা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন, তাঁকেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন। আমার মনিব আমাকে শপথ করিয়ে বললেন, "আমি যে কানানীয়দের দেশে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না; কিন্তু আমার পিতৃকুল ও আমার গোত্রের কাছে গিয়ে আমার ছেলের জন্য বধূ আনবে।" আমার মনিবকে আমি বললাম, হয় তো মেয়েটি আমার সঙ্গে আসতে রাজি নাও হতে পারে। তিনি আমাকে বললেন, "আমি যাঁর সাক্ষাতে চলি, সেই প্রভু তোমার সঙ্গে তাঁর দূত পাঠিয়ে তোমার যাত্রা সফল করবেন, যেন তুমি আমার গোত্র ও আমার পিতৃকুল থেকেই আমার ছেলের জন্য মেয়ে আনতে পার; তবেই তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আমার গোত্রের কাছে গেলে যদি তারা মেয়ে না দেয়, তবে তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।" এখন আপনাদের যদি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাবার মত হয়, তাহলে আমাকে জানান; আর যদি না হয়, তাও আমাকে জানান, যেন আমি বুঝতে পারি আমার কোন পথ বেছে নিতে হবে।'

লাবান ও বেথুয়েল উত্তরে বললেন, 'যা কিছু ঘটেছে, তাতে প্রভুর হাত রয়েছে; আমাদের মতামত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। এই যে, রেবেকা তোমার সামনে আছে, তাকে নিয়ে যাও; প্রভু যেমন বলেছেন, সেইমত সে তোমার মনিবের ছেলের বধূ হোক।' তাঁদের কথা শোনামাত্র আব্রাহামের কর্মচারী প্রভুর উদ্দেশে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করল। পরে সেই কর্মচারী সোনা-রুপোর ভূষণ ও বস্ত্র বের করে রেবেকাকে দিল; তাঁর ভাইকে ও

মাকেও মূল্যবান উপহার দিল। তারপর সে ও তার সঙ্গীরা খাওয়া-দাওয়া করে সেখানে রাত্রিযাপন করল।

তারা সকালে উঠলে সে বলল, 'আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে যেতে পারি।' রেবেকার ভাই ও মা বললেন, 'মেয়েটি কিছু দিনের মত, কমপক্ষে দশ দিনের মত আমাদের কাছে থাকুক, পরে যেতে পারবে।' কিন্তু সে উত্তরে তাঁদের বলল, 'প্রভু এতক্ষণে আমার যাত্রা সফল করলেন, আপনারা আমাকে দেরি করাবেন না; আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে ফিরে যেতে পারি।' তাঁরা বললেন, 'এসো, মেয়েটিকে ডাকি, ওকেই জিজ্ঞাসা করি।' তাঁরা রেবেকাকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এই লোকের সঙ্গে যাবে?' তিনি বললেন, 'যাব।' তখন তাঁরা তাঁদের বোন রেবেকাকে ও তাঁর ধাইমাকে এবং আব্রাহামের কর্মচারীকে ও তাঁর লোকজনদের বিদায় দিলেন। রেবেকাকে আশীর্বাদ করে তাঁরা বললেন, 'তুমি, হে আমাদের বোন, কোটি কোটি মানুষের মা হও, এবং তোমার বংশধরেরা শত্রুদের নগরদ্বার দখল করুক।'

রেবেকা ও তাঁর দাসীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং উটের পিঠে চড়ে লোকটির পিছু পিছু চললেন। এভাবে সেই কর্মচারী রেবেকাকে নিয়ে চলে গেল।

সূর্যাস্তের সময়ে ইসায়াক লাহাই-রোই কুয়োর দিকে ফিরে আসছিলেন (তিনি তো নেগেব অঞ্চলে বাস করছিলেন); সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে তিনি খোলা মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এমন সময় চোখ তুলে দেখলেন, উটগুলো আসছে। রেবেকাও চোখ তুললেন: ইসায়াককে দেখেই তিনি উট থেকে নামলেন, এবং সেই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাঠের মধ্য দিয়ে যে লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, তিনি কে?' কর্মচারী উত্তরে বলল, 'তিনি আমার মনিব।' তখন রেবেকা উড়নাটা দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। সেই কর্মচারী যা কিছু করেছিল, তা ইসায়াককে জানাল। তখন ইসায়াক রেবেকাকে মা সারার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন, আর এভাবে রেবেকা তাঁর বধূ হয়ে উঠলেন। আর ইসায়াক তাঁকে এতই ভালবাসলেন যে, তাতেই তাঁর মাতৃশোকে সান্ত্বনা পেলেন।

শ্লোক আদি ২৪:৪২,৪৭ দ্রঃ

প্র আজ ওই কুয়োর ধারে এসে পৌঁছে আমি বললাম,
উ হে প্রভু, হে আব্রাহামের পরমেশ্বর, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ।
প্র প্রভু ধন্য! আমার মনিবের ভাইদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পথ চালনা করলেন।
উ হে প্রভু, হে আব্রাহামের পরমেশ্বর, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৩৫:১-৮; ৩৬**

ঈশ্বরের দানগুলি চমৎকার ও অপরূপ

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র শুচিতা: এমনকি এসব কিছু আমাদের চেতনার আয়ত্তে! তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব। কেননা যারা সেসব কিছু করে, তারা সকলে ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; এমনকি যারা তা করে, তারা শুধু নয়, যারা তাতে প্রীত, তারাও; কারণ শাস্ত্র বলে, *কিন্তু পাপীকে পরমেশ্বর বলেন, কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর, কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন? তুমি তো যে শৃঙ্খলা*

ঘৃণা কর, পিছনে ফেলে দাও আমার বাণী সকল।

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যীশুখ্রীষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা, তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে।* বস্তুতপক্ষে লেখা রয়েছে, *তিনিই তো আপন দূতদের যেন বাতাসের মত, ও আপন সেবকদের যেন অগ্নিশিখার মত করে তোলেন,* কিন্তু আপন পুত্র বিষয়ে মহাপ্রভু বললেন, *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ।* তিনি তাঁকে আরও বলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ।* তবে এ শত্রুরা কারা? যারা দুর্জন, যারা তাঁর ইচ্ছার বিরোধী, তারাই।

শ্লোক ২ করি ১০:১৭-১৮; যেরে ৯:২৩

প্র যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;
উ কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।
প্র যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে আমাকে জানে, কেননা আমি প্রভু;
উ কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১১:১৩-২৪

শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র

হে বিজাতীয়রা, আমি তোমাদের একথা বলছি: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি, এই আশায় যে, আমার স্বজাতিদের অন্তরে কোন প্রকার ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তুলে তাদের কারও কারও পরিত্রাণ সাধন করতে পারব। কারণ তাদের দূরে রাখাটা যখন হল জগতের পুনর্মিলন, তখন তাদের ফিরিয়ে নেওয়াটা মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবন লাভ ছাড়া আর কীবা হতে পারবে?

প্রথমফসল যদি পবিত্র, তবে বাকি ময়দার তালও পবিত্র; শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র। কিন্তু কয়েকটা শাখা যদি ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে, এবং তুমি বন্য জলপাইগাছের চারা হলেও যদি সেগুলির সঙ্গে জোড়-কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে থাক, যার ফলে তুমি জলপাইগাছের শিকড়ের ও তার রসের অংশী হলে, তবে সেই শাখাগুলির বিরুদ্ধে তত গর্ব করো না; আর যদি গর্ব করতে চাও, তবে জেনে রাখ, তুমি শিকড় ধারণ করছ এমন নয়, শিকড়টাই তোমাকে ধারণ করছে।

এতে তুমি বলবে, আমাকে যেন জোড়-কলম করে লাগানো হয়, এজন্যই শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঠিক! সেগুলিকে অবিশ্বাসের জন্যই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তুমি কিন্তু বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়াতে পারছ। এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না। সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতা লক্ষ কর: যাদের পতন ঘটল, তাদের প্রতি কঠোরতা, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা—অবশ্য, যতদিন তুমি সেই মঙ্গলময়তায়

নিষ্ঠাবান থাক। নতুবা তোমাকেও ছিন্ন করা হবে। আর ওরা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে, কারণ ওদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। বস্তুত যেটা প্রকৃতিগত ভাবে ছিল বন্য জলপাইগাছ, তা থেকে তোমাকে কেটে নিয়ে যখন প্রকৃতিগত ভাবে নয় এমন ভাবেই উত্তম গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছে, তখন একথা আর কতই না নিশ্চিত যে, প্রকৃত শাখা হওয়ায় ওদের নিজেদের জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে।

শ্লোক রো ১১:২৩; ২ করি ৩:১৬

প্র যাদের পতন ঘটল, তারা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে;

উ কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

প্র তারা যখন প্রভুর কাছে ফিরবে, তখন তাদের হৃদয় থেকে সেই আবরণ উঠিয়ে ফেলা হবে;

উ কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা বিধর্মীদের কাছে ৪-৫

তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর

জগতের জন্য স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ সঁপে দেবার আগে প্রভু যীশু এমনভাবে প্রৈরিতিক সেবাকর্মের ব্যবস্থা করলেন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন যাতে পরিত্রাণকর্মের সফলতা-সাধনে প্রৈরিতিক সেবাকর্ম ও পবিত্র আত্মা উভয়ই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ পরস্পর সহযোগিতা করেন।

প্রাণরূপেই যেন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে ও ভক্তদের হৃদয়ে যার যার প্রেরণকর্মের জন্য সেই প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যা দ্বারা যীশু নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বযুগ ধরে গোটা মণ্ডলীকে সহভাগিতা ও সেবাকর্মে একীভূত করে থাকেন এবং নানা প্রকার পদশ্রেণীবদ্ধগত ও অনুগ্রহগত দানে তাকে ভূষিত করে থাকেন। সময় সময় তিনি প্রৈরিতিক কর্মের পূর্বক্ষণেও প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত; আবার তিনি নানাভাবে সেই কাজের পাশে পাশে যাত্রা করেন, কাজটা চালিতও করে থাকেন।

প্রভু যীশু শুরু থেকেই *যাদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন, আর বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁদের তিনি প্রচার করতে প্রেরণ করলেন।* এভাবে প্রেরিতদূতেরা একাধারে হলেন নব ইস্রায়েলের বীজ ও পুণ্য পদশ্রেণীবদ্ধতার সূচনা। পরবর্তীতে, নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরিত্রাণের ও সার্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার রহস্যগুলি পূর্ণ করে প্রভু—স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার যাঁর প্রাপ্য—স্বর্গে আরোহণ করার আগে নিজ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজে যেমন একসময় পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি নিজ প্রেরিতদূতদের সমগ্র জগতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও।* এ থেকেই উদ্ভূত মণ্ডলীর কর্তব্য, তথা খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টপরিত্রাণ বিস্তার করা—একদিকে সেই সুস্পষ্ট আদেশ গুণে যা বিশপ-সম্প্রদায় পুরোহিতদের সহযোগিতায় ও মণ্ডলীর প্রধান পালক সেই পিতরের উত্তরসূরীর ঐক্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে পেয়েছে; অপরদিকে সেই জীবন গুণে, যে জীবন খ্রীষ্ট নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চার করে থাকেন।

অতএব মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম এমন কাজেই সিদ্ধি লাভ করে, যা অনুসারে খ্রীষ্টের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা গুণে ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও ভালবাসায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী বাস্তবরূপে সকল মানুষ ও জাতির কাছে নিজেকে উপস্থিত করে, যেন জীবনাদর্শ, বাণীপ্রচার, সাক্রামেন্তগুলো ও অনুগ্রহের অন্যান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাস, তাঁর মুক্তি ও শান্তির কাছে তাদের চালিত করতে পারে; ফলত সে যেন খ্রীষ্ট-রহস্যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবার জন্য তাদের পথ বাধামুক্ত ও নিরাপদ করতে পারে।

শ্লোক মার্ক ১৬:১৫-১৬; যোহন ৩:৫

প্র তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
উ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।
প্র জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।
উ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৫:৭-১১,১৯-৩৪

আব্রাহামের মৃত্যু
এসৌ ও যাকোবের জন্ম

আব্রাহামের জীবনকাল হল একশ' পঁচাত্তর বছর; পরে তিনি বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে শুভ বার্ধক্যে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর দু'সন্তান ইসায়াক ও ইসমায়েল মাম্রের সামনে হিত্তীয় যোহারের সন্তান এফ্রোনের জমিতে মাখপেলার গুহাতে তাঁকে সমাধি দিলেন। এ হল সেই একখণ্ড জমি যা আব্রাহাম হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন; সেখানে আব্রাহামকে ও তাঁর স্ত্রী সারাকে সমাধি দেওয়া হল। আব্রাহামের মৃত্যুর পরে পরমেশ্বর তাঁর সন্তান ইসায়াককে আশীর্বাদ করলেন; ইসায়াক লাহাই-রোই কুয়োর কাছে বসতি করলেন।

আব্রাহামের সন্তান ইসায়াকের বংশতালিকা এ: আব্রাহাম ইসায়াকের পিতা হলেন। চল্লিশ বছর বয়সে ইসায়াক আরামীয় বেথুয়েলের কন্যা আরামীয় লাবানের বোন রেবেকাকে পাদ্দান-আরাম থেকে এনে বিবাহ করেন। ইসায়াকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি তাঁর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন, আর তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। এক সময়ে কিন্তু তাঁর গর্ভে শিশুরা এমন জড়াজড়ি করছিল যে, তিনি বললেন, 'এমনটি হলে, তবে আমি কেন বেঁচে আছি?' তিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে গেলেন। প্রভু তাঁকে বললেন,

'তোমার গর্ভে রয়েছে দু'টো জাতি,
ও দু'টো বংশ তোমার উদর থেকে পৃথক হবে;
এক বংশ অন্য বংশের চেয়ে বলবান হবে,
এবং জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের দাস হবে।'

যখন তাঁর প্রসবকাল পূর্ণ হল, তখন তাঁর গর্ভে সত্যিই যমজ সন্তান। যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, সে রক্তবর্ণ, ও তার সর্বাঙ্গ ঘন লোমের পোশাকের মত, এজন্যই তার নাম এসৌ রাখা হল। পরপরেই তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল; তার হাত এসৌয়ের পাদমূল ধরে রাখছিল, এজন্যই তার নাম রাখা হল যাকোব; যখন ইসায়াকের এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তখন তাঁর বয়স ষাট বছর।

ছেলেরা বড় হলে এসৌ নিপুণ শিকারী হলেন, তিনি ছিলেন বনপ্রান্তরের মানুষ। অপরদিকে যাকোব শান্ত ছিলেন, তিনি তাঁবুগুলির আড়ালে বাস করতেন। ইসায়াকের কাছে এসৌ প্রিয় ছিলেন, কেননা শিকার-করা পশুর মাংস তাঁর খুবই রুচিকর লাগত; অপরদিকে রেবেকার কাছে যাকোবই প্রিয় ছিলেন। একদিন এমনটি ঘটল যে, যাকোব ডাল পাক করছিলেন, এমন সময় এসৌ ক্লান্ত অবস্থায় বনপ্রান্তর থেকে এসে যাকোবকে বললেন, 'আমি একেবারে ক্লান্ত; আমাকে ওই রাঙ্গা জিনিসের একটু খেতে দাও' (এজন্যই তাঁকে এদোম—রাঙ্গা—ব'লে ডাকা হল)। যাকোব বললেন, 'তার বদলে তুমি আগে তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে দাও।' এসৌ উত্তরে বললেন, 'দেখ, আমি মৃতপ্রায়! জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ?' যাকোব বললেন, 'তুমি এক্ষণি আমার কাছে শপথ কর।' আর তিনি তাঁর কাছে শপথ করলেন, এবং নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। তখন যাকোব এসৌকে রুটি ও রাঁধা মসূরের ডাল দিলেন, আর তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন; পরে উঠে চলে গেলেন—নিজের জ্যেষ্ঠাধিকারকে এসৌ এতই মূল্য দিলেন!

শ্লোক সিরা ৪৪:২০; গা ৩:৯

প্র বহু জাতির মহা পিতৃপুরুষ সেই আব্রাহাম! গৌরবে কেউই তাঁর সমকক্ষ কখনও হয়নি।

উ তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন, ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।

প্র সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।

উ তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন, ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৩৭-৩৮**

এসো, আমাদের নিজেদের শরীরের দৃষ্টান্ত পালন করি

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আদেশ পালন করে! সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আদেশ পালন করে। ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন। তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ করি ৪:৬-৭; সিরা ১০:২৬

প্র তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও।

উ কেননা কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?

প্র নিজের কাজ সম্পাদনে নিজেকে তত দেখিয়ো না,

উ কেননা কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১১:২৫-৩৬

ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

ভাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে:

সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন;
তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন;

এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি
যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব।

সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে মনোনয়নের কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের কুলপতিদেরই খাতিরে; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলো ও তাঁর আহ্বান অপরিবর্তনশীল। ফলে তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে কিন্তু ওদের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে এখন দয়া পেয়েছ, তেমনি এরাও এখন অবাধ্য হয়েছে যেন তোমাদের দয়া লাভের ফলে তারাও একসময় দয়া পেতে পারে। বাস্তবিকই ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?* কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক রো ১১:৩৩; সাম ৮৯:৩

প্র আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।
প্র তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী, তাঁর বিশ্বস্ততা স্বর্গেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের বিশপ সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১১:১,৪,৬**

পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়,
যন্ত্রণাভোগেরই মধ্য দিয়ে প্রভু মানবমুক্তি সাধন করলেন

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এমন সন্দেহ আছে যা অনেক মানুষকে স্পর্শ করে; এমন ধারণা আছে যা স্বল্প জ্ঞানের অনেক মানুষকে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত করে; তারা নাকি বলে: যিনি পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা, সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কেন কেবল ঐশপ্রভাবে ও একটি আদেশেই নয়, বরং দেহের বিনম্রতায় ও মানব কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিত্রাণ সাধন করলেন? তিনি কি স্বর্গীয় পরাক্রম ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়ে শয়তানকে পদদলিত করতে ও তার প্রভুত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করতে পারতেন না?

আবার এ প্রশ্নও অনেকের মন অস্থির করে: আদিতে যিনি একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, তিনি কেন একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে শয়তানকে পরাভূত করলেন না? যে ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি অসৃষ্টবস্তু সৃষ্টি করতে পারেন, কোন্ কারণেই বা তিনি যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল সেই ঐশমহত্ত্ব গুণেই তা

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেননি? যিনি পরাক্রমের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মুক্তি সাধন করতে পারতেন, আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পক্ষে এত কষ্টকর যন্ত্রণা ভোগ করা কী দরকার ছিল? মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেন দেহধারণ, বাল্যকাল, জীবনচক্র, অপমান, ক্রুশ, মৃত্যু ও সমাধি বরণ করা প্রয়োজন হল?

এসো, প্রথমে দেখি কেন তিনি সেই ক্রুশ চাইলেন, সেই ক্রুশে কেমন করে জগতের পাপ বিলুপ্ত, কীভাবে মৃত্যু বিনষ্ট ও শয়তান পরাজিত। এ নিশ্চিত কথা যে, ন্যায্যতার দিক দিয়ে ক্রুশ শুধু পাপীদেরই বেলায় আরোপণীয় দণ্ড; ঈশ্বরের বিধান ও জগতের বিধান দু'টোই যে অপরাধী ও অন্যায়কারীদের বেলায় ক্রুশদণ্ড আরোপ করে, এ সকলের জানা কথা।

যুদার মধ্য দিয়ে শয়তান সক্রিয় ও অতি ব্যস্ত, পৃথিবীর রাজারা ও ইহুদীদের নায়কেরা *প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে* পিলাতের কাছে *একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ*—এদের দ্বারাই খ্রীষ্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। নির্দোষী হয়েই তিনি দণ্ডিত, যেমনটি নবী সামসঙ্গীতে বলেন, *ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্দোষ রক্তকে দণ্ডিত করে।*

তিনি অপমান, চপেটাঘাত, কাঁটার মুকুট, লাল বস্ত্র ও সুসমাচারে বর্ণিত যত লাঞ্ছনা ধৈর্যের সঙ্গে বহন করলেন। ধৈর্যে পরিপূর্ণ তিনি নিরপরাধী হয়েও এসব কিছু বহন করলেন যেন *বধ্য মেষের* মত ক্রুশের ধারে আসতে পারেন। যিনি বিরোধীদের ক্ষতি করতে পারতেন, তিনি নম্রতার সঙ্গে এসব কিছু বহন করলেন। দাউদের সামসঙ্গীত অনুসারে, প্রতাপশালীদের তিনি এমন মানুষেরই মত সহ্য করলেন *যার সহায় কেউ নেই*; অথচ ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি তাদের দণ্ডিত করতেই পারতেন। বস্তুত যারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তিনি মধুর সুরেই *তোমরা কাকে খুঁজছ* জিজ্ঞাসা করলেই তারা যখন পিছে গেল ও মৃতই যেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল, তখন কীবা ঘটত তিনি যদি তাদের ভর্ৎসনাই করতেন? তবু যে উদ্দেশ্যে তিনি এজগতে এসেছিলেন, সেই ক্রুশ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ করেন, যেন ক্রুশ দ্বারা পাপের সেই ঋণপত্র বাতিল হয়ে যায়, ক্রুশ-টোপে ধরা পড়া সেই বিরোধী শক্তি পরাভূত হয়, ফলত ঐশসঙ্কল্প ও ন্যায্যতা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি যেন শয়তানের হাতে শিকারটি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এই তো সেই কারণ, যা অনুসারে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়, বরং বিনম্রতারই মধ্য দিয়ে, শক্তিপ্রয়োগের মধ্য দিয়েও নয়, বরং ধর্মময়তারই মধ্য দিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করলেন; সুতরাং, আমাদের পূর্বকালীন কোন কর্মফল না থাকলেও ঐশদয়া যখন আমাদের এতই অসংখ্য শুভদান মঞ্জুর করে দিয়েছেন, তখন এসো, তাঁর কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা দান করি, যেন তেমন মহাপ্রেমের অনুগ্রহের ফলে আমাদের দণ্ড নয়, উপকারই হয়।

শ্লোক ইসা ৫৩:৪,৫; লুক ২৪:৬

প্র তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট: আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল;
উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
প্র খ্রীষ্টের এ প্রয়োজনই ছিল যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার জন্য তিনি এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করবেন:
উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৭:১-২৯

ইসায়াক যাকোবকে আশীর্বাদ করেন

ইসায়াক তখন বৃদ্ধ; তাঁর চোখ এতই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যে, তিনি আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলে এসৌকে ডাকলেন; বললেন, 'সন্তান!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি!' ইসায়াক বলে চললেন, 'দেখ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয়, তা জানি না। তাই তোমার শিকারের যত অস্ত্র, তোমার তূণ

ও ধনুক নিয়ে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে যাও, আমার জন্য কিছু পশুটশু শিকার করে আন। তারপর আমার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে তা আমার কাছে নিয়ে এসো, যেন আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।'

ইসায়াক যখন তাঁর ছেলে এসৌকে এই কথা বলছিলেন, তখন রেবেকা শুনছিলেন; তাই এসৌ যখন তাঁর পিতার জন্য পশু শিকার করতে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে গেলেন, তখন রেবেকা তাঁর ছেলে যাকোবকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভাই এসৌয়ের কাছে তোমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি: "আমার জন্য পশু শিকার করে এনে একটা ভাল রান্না প্রস্তুত কর; তবে আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে প্রভুর সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্বাদ করব।" এখন, সন্তান আমার, আমাকে শোন; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করছি, সেইমত কর। পশুপাল যেখানে রয়েছে, সেখানে গিয়ে ভাল ভাল দু'টো ছাগলছানা নিয়ে এসো; আমি তোমার পিতার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করব; তুমি তোমার পিতার কাছে তা নিয়ে যাবে আর তিনি তা খাবেন; তাহলে মৃত্যুর আগে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।' উত্তরে যাকোব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, 'দেখ, আমার ভাই এসৌয়ের গায়ে ঘন লোম রয়েছে, কিন্তু আমার চামড়া মসৃণ। কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করে বুঝবেন যে, আমি তাঁকে প্রবঞ্চনা করছি; তাহলে আমি আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপই আমার উপর ডেকে আনব।' কিন্তু তাঁর মা বললেন, 'সন্তান, সেই অভিশাপ আমার উপরেই পড়ুক; তুমি শুধু আমাকে শোন: সেই ছাগলছানা নিয়ে এসো।' তাই যাকোব সেই ছাগলছানা দু'টো আনতে গেলেন ও মায়ের কাছে তা এনে দিলেন, আর তাঁর মা তাঁর পিতার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করলেন। পরে ঘরে নিজের কাছে বড় ছেলে এসৌয়ের যে সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় ছিল, রেবেকা তা নিয়ে এসে ছোট ছেলে যাকোবকে পরিয়ে দিলেন। ওই দু'টো ছাগলছানার চামড়া দিয়ে তিনি যাকোবের হাত ও গলার মসৃণ জায়গা জড়িয়ে দিলেন; তারপর, তিনি যে ভাল রান্না ও রুটি প্রস্তুত করেছিলেন, তা তাঁর ছেলে যাকোবের হাতে তুলে দিলেন।

তিনি পিতার কাছে এসে বললেন, 'পিতা!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি! বৎস, তুমি কে?' যাকোব তাঁর পিতাকে বললেন, 'আমি এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র; আপনি আমাকে যেমন করতে বলেছিলেন, আমি সেইমত করেছি। দয়া করে আপনি উঠে বসুন, আমার শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।' ইসায়াক তাঁর ছেলেকে বললেন, 'বৎস, তা এত শীঘ্রই পেয়েছ কি করে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু এমনটি করলেন যেন তা আমার সামনেই এসে পড়ে।' ইসায়াক যাকোবকে বললেন, 'বৎস, একটু কাছে এসো; তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি, তুমি সত্যি আমার ছেলে এসৌ কিনা।' যাকোব তাঁর পিতা ইসায়াকের কাছাকাছি গেলে তিনি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'গলা তো যাকোবেরই গলা, কিন্তু হাত এসৌয়ের হাত!' আসলে তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, যেহেতু ভাই এসৌয়ের মত তাঁর হাতেও ঘন লোম ছিল; তাই তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; তিনি বললেন, 'তুমি কি সত্যিই আমার ছেলে এসৌ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।' ইসায়াক বললেন, 'তবে তা আমার কাছে আন, আমি যেন আমার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খাওয়ার পর তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।' তিনি মাংস পরিবেশন করলেন আর ইসায়াক খেলেন; আঙুররসও পরিবেশন করলেন, আর তিনি পান করলেন। তাঁর পিতা ইসায়াক তাঁকে বললেন, 'বৎস, কাছে এসে আমাকে চুম্বন কর।' তিনি কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন, আর ইসায়াক তাঁর জামাকাপড়ের গন্ধ পেয়ে তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন,

'আহা, আমার ছেলের সুগন্ধ,
যা প্রভুর আশিসমন্ডিত মাঠের সুগন্ধের মত।
পরমেশ্বর আকাশের শিশির ও মাটির উর্বরতা
তোমাকে মঞ্জুর করুন;
মঞ্জুর করুন প্রচুর শস্য ও আঙুররস।
জাতিগুলি তোমার দাসত্ব করুক,
দেশগুলি তোমার সামনে প্রণিপাত করুক;

তুমি তোমার ভাইদের উপর প্রভুত্ব কর,
তোমার মায়ের সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করুক।
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক;
যে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদের পাত্র হোক।'

শ্লোক রো ৯:১১,১২

℣ কর্ম-ভিত্তিতে নয়, আহ্বান ভিত্তিতেই স্থাপিত যে মনোনয়ন, ঈশ্বরের তেমন সঙ্কল্প যেন স্থিতমূল থাকে,
℟ ঈশ্বর বললেন: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।
℣ আমাদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও আমরা ভাল-মন্দ কিছু করিনি,
℟ ঈশ্বর বললেন: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৪০-৪৩

প্রেরিতদূতেরা বেরিয়ে পড়ে ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতে লাগলেন

যেহেতু [উপরোল্লিখিত] এসব কিছু আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, ও আমরা ঐশভাবনার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছি, সেজন্য মহাপ্রভু যথাসময় আমাদের যা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথারীতি সাধন করা আমাদের উচিত। তিনি আদেশ দিয়েছেন, আমরা যজ্ঞ ও উপাসনা উদ্‌যাপন করব—আর তা যেন চিন্তাহীন ও বিশৃঙ্খল ভাবে নয়, বরং নির্ধারিত সময় ও প্রহরে করা হয়। কোথায় ও কাদের দ্বারা তিনি চান এ ধর্মানুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপিত হবে, তাঁর পরম ইচ্ছায় তিনি নিজেই তা স্থির করলেন, যেন সবকিছু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ভক্তির সঙ্গে পালিত হয় ও তাঁর ইচ্ছার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং যারা নির্ধারিত সময় তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করে, তারা গ্রহণযোগ্য ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ তারা মহাপ্রভুর বিধিনিয়ম পালন করে বিধায় পাপ করে না। বস্তুতপক্ষে মহাযাজককে উপযুক্ত সেবাকর্ম আরোপিত, যাজকদের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারিত, ও লেবীয়দের জন্য উপযুক্ত সেবাকর্ম আদিষ্ট। সাধারণ ভক্তজন সাধারণ ভক্তজনদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবদ্ধ।

ভ্রাতৃগণ, নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে আমাদের এক একজন সুযোগ্য ভাবে, সদ্বিবেক নিয়ে, নিজ নিজ সেবাকর্মের বিধিনিয়ম অতিক্রম না করে, ও ভক্তিভরেই যেন ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ভ্রাতৃগণ, দৈনিক যজ্ঞ, বা পাপার্থে ও সংস্কার-বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল যেরুসালেমেই তো উদ্‌যাপিত হয়; আর সেখানেও বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল পরম পবিত্রস্থানের সামনে বেদির উপরেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং বলিটাকে আগে মহাযাজক ও উপরোল্লিখিত সেবকদের দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়। সুতরাং যে কেউ এমন বিপরীত কিছু করে যা তাঁর ইচ্ছার গ্রহণযোগ্য নয়, সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। দেখ, ভ্রাতৃগণ, আমরা যে জ্ঞানের যোগ্য হয়ে উঠেছি তা যত মহত্তর, যে বিপদের আমরা সম্মুখীন তা তত গুরুতর।

প্রেরিতদূতেরা প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্ট ঈশ্বর দ্বারা, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্ট দ্বারা প্রেরিত: অতএব ব্যবস্থা দু'টোই যথারীতি ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই নির্গত। তাই আদেশ গ্রহণ করে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা-প্রাপ্ত হয়ে, ও ঈশ্বরের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বস্ততা অর্জন করে তাঁরা পবিত্র আত্মায় নিশ্চিত আস্থা রেখে আসন্ন ঐশরাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন। অঞ্চলে অঞ্চলে ও শহরে শহরে বাণী ঘোষণা করতে করতে তাঁরা তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিতদের অধিক গভীরভাবে পরীক্ষা করে ভাবী বিশ্বাসীদের ধর্মাধ্যক্ষ ও পরিসেবক পদে নিযুক্ত করলেন। তেমন পদ্ধতি যে নতুন, তা নয়, কারণ বহুদিন থেকেই ধর্মাধ্যক্ষ ও পরিসেবকদের কথা লেখা হয়েছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, আমি তাদের ধর্মাধ্যক্ষদের ধর্মময়তায়, ও তাদের পরিসেবকদের বিশ্বাসে সুস্থির করব।

যাঁরা খ্রীষ্টে ঈশ্বর থেকে এ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের সেই পদে নিযুক্ত করেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? কেননা *সমস্ত গৃহে বিশ্বস্ত সেবক* সেই ধন্য মোশীও, যে আদেশগুলো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল, তা পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন; আর অন্যান্য নবীরা তাঁরই মত করে চললেন,

আর তাই করে তাঁরা তার সঙ্গে সেই বিধিনিয়ম বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন যা তিনি দিয়েছিলেন। কেননা যাজকত্ব নিয়ে হিংসা দেখা দিলে ও গোষ্ঠীগুলো তর্কাতর্কি করলে তাদের মধ্যে কে কে সেই গৌরবময় নামে ভূষিত, মোশী নিজে বারো গোষ্ঠীর নেতাদের আদেশ দিলেন, তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি নিয়ে আসবে আর সেই লাঠিতে গোষ্ঠীর নাম লেখা থাকবে। পেলে পর তিনি সেগুলো বেঁধে দিয়ে গোষ্ঠী-নেতাদের আঙটি দিয়ে সীলমোহর-যুক্ত করে ঈশ্বরের ভোজন-টেবিলের উপরে সাক্ষ্য-তাঁবুতে রেখে গেলেন। তারপর তাঁবুর দরজা বন্ধ করে তিনি লাঠিগুলো নিয়ে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে দরজা ও চাবিগুলোও সীলমোহর-যুক্ত করে তাদের বললেন, 'ভাই সকল, যে গোষ্ঠীর লাঠিতে পল্লব দেখা দেবে, সেই গোষ্ঠীকেই ঈশ্বর আপন যাজকত্ব ও ধর্মসেবার জন্য মনোনীত করবেন।' পরদিন সকালে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্রে ডাকলেন—ছয় লক্ষ মানুষ ছিল!—ও গোষ্ঠী-নেতাদের কাছে সীলগুলো দেখানোর পর সাক্ষ্য-তাঁবু খুলে লাঠিগুলো বের করে আনলেন; তখন দেখা গেল, আরোনের লাঠিতে কচি-ফুল ধরেছে শুধু নয়, ফলও ধরেছে। প্রিয়জনেরা, কী মনে কর? মোশী কি আগে থেকে জানতেন না যে তাই ঘটবে? অবশ্যই জানতেন, তবু তিনি তাই করলেন যেন ইস্রায়েলে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে, যাতে করে সেই সত্যকার ও অনন্য ঈশ্বরেরই নাম গৌরবান্বিত হয় যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক যেরে ৬:১৬; প্রবচন ২২:২৮

প্র তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ;
উ উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।
প্র তোমার পিতৃপুরুষেরা যা স্থাপন করেছিলেন, সেই পুরাতন সীমানা-ফলক তুমি স্থানান্তর করো না:
উ উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১২:১-২১

খ্রীষ্টে আমরা একদেহ

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায়

উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। *সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক।* সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু। বরং তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে।* অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

শ্লোক রো ১২:২,১

প্র মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,
উ তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।
প্র আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা,
উ তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৯ম পুস্তক ১**

মণ্ডলীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই জীবন্ত বলি অবিরতই উৎসর্গীকৃত

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।

পল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অনুরোধ করেন তারা যেন নিজেদের *দেহ এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে* উৎসর্গ করে। তেমন বলি তিনি জীবন্ত বলেন, কারণ তা নিজের মধ্যে জীবন তথা খ্রীষ্টকে বহন করে: *আমরা সর্বদা নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।* সেই বলি তিনি পবিত্র বলেন, কারণ তার মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করেন; আবার ঈশ্বরের গ্রহণীয়ও বলেন, কারণ সেই বলি পাপ ও রিপু থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশেষে এসব কিছু ঈশ্বরের চেতনাপূর্ণ উপাসনা হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তেমন উপাসনার একটা সুচিন্তিত কারণ দেওয়া ও তেমন বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা যে সমীচীন তার প্রমাণও দেওয়া যেতে পারে। অপরদিকে চেতনাপূর্ণ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ অমর ও অশরীরী ঈশ্বরের কাছে ভেড়া, মেষ বা বৃষ উৎসর্গ করতে অস্বীকার করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি প্রকৃতপক্ষে হল নিষ্কলঙ্ক একটি দেহ। আর যদিও মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের বলির পরে প্রথমটা হল সাক্ষ্যমরদের, দ্বিতীয়টা চিরকুমারীদের ও তৃতীয়টা ব্রহ্মচারীদেরই বলি, তবু আমি মনে করি, যারা দাম্পত্য জীবন পালন করেও নির্দিষ্ট প্রার্থনাকালে একমন হয়ে যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থেকে পরবর্তীকালেও পুণ্য ও ন্যায়বান জীবন ধারণ করে, তারাও যে নিজেদের *দেহ এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে* উৎসর্গ করতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি যা চেতনাপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করার কথা। তাছাড়া *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।*

আমাদের মনের নবীকরণ প্রজ্ঞার অনুশীলন, ঐশবাণী-ধ্যান ও তাঁর বিধানের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সাধিত: মানুষ প্রতিদিন শাস্ত্রপাঠ দ্বারা যতখানি উপকৃত, তার উপলব্ধি যতখানি উচ্চতর পর্যায় প্রবিষ্ট, তার মন

ততখানি নিত্য নবীকৃত। যার মন শাস্ত্রপাঠে শিথিল ও সেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনুশীলনেও শিথিল যার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করা শুধু নয়, তা আরও নিখুঁত ভাবে স্পষ্ট করা ও পরের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব, তার সেই মন কীভাবে নবীকৃত হতে পারে আমি জানি না।

অন্যদিকে মন গভীর জ্ঞানে নবীকৃত না হলে ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় সম্পূর্ণরূপে আলোকিত না হলে, তবে বিচার করতে পারবে না ঈশ্বরের ইচ্ছা কী। বহুবার মানুষ যেখানে মনে করে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে, সেখানে তা আসলে নেই! তারাই বিশেষভাবে এ ভুলভ্রান্তিতে পড়ে, যাদের মন নবীকৃত নয়। হ্যাঁ, যে কোন ব্যক্তির মন নয়, বরং নবীকৃতই যার মন, এমনকি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যার মন, তারই মন মাত্র বিচার করতে পারে আমরা যা কিছু করি, বলি বা ভাবি তা ঈশ্বরের ইচ্ছা কিনা; আবার, কেবল সে-ই নবীকৃত মন, ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ নয় বলে যা কিছু অনুভব করে, তাই করে না, বলে না, ভাবেও না।

শ্লোক হিব্রু ১০:৮,১১,১২,১৪; সাম ৪০:৭

প্র বিধান অনুসারে উৎসর্গীকৃত সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়।
উ কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।
প্র প্রভু, যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও; আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি।
উ কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৭:৩০-৪৫

যাকোব দ্বারা প্রবঞ্চিত এসৌ

ইসায়াক যাকোবকে আশীর্বাদ শেষ করতে না করতে ও যাকোব তাঁর পিতা ইসায়াকের কাছ থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তাঁর ভাই এসৌ শিকার থেকে এসে পড়লেন। তিনিও একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে পিতার কাছে তা নিয়ে এলেন; বললেন, 'পিতা, উঠে বসুন, আপনার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।' তাঁর পিতা ইসায়াক বললেন, 'তুমি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি তো এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র।' এতে ইসায়াক ভীষণভাবেই কম্পিত হলেন, বললেন, 'তবে সে কে, যে শিকার করে আমার কাছে মাংস নিয়ে এসেছিল? আমি তোমার আসবার আগেই তো তা খেয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছি, আর সে আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।' পিতার এই কথা শোনামাত্র এসৌ অধিক ব্যাকুল ও তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন, পিতাকে বললেন, 'পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' ইসায়াক বললেন, 'তোমার ভাই চালাকি করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।' এসৌ বললেন, 'তার নাম ঠিকই যাকোব— প্রবঞ্চক; বাস্তবিকই সে দু'বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে! সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, আর দেখুন, এখন আমার আশীর্বাদও কেড়ে নিয়েছে।' তিনি বলে চললেন, 'আপনি কি আমার জন্য কোন আশীর্বাদ রাখেননি?' উত্তরে ইসায়াক এসৌকে বললেন, 'ইতিমধ্যে আমি তাকে তোমার প্রভু করেছি, তার ভাইদেরও তাকে তারই দাসরূপে দিয়েছি; তার জন্য শস্য ও আঙুররসও ব্যবস্থা করেছি; বৎস, এখন তোমার জন্য আর কীবা করতে পারি?' এসৌ আবার পিতাকে বললেন, 'পিতা, আপনি কি কেবল একবারই আশীর্বাদ করতে পারেন? পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' ইসায়াক নীরব থাকলেন, আর এসৌ জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর পিতা ইসায়াক আবার কথা বললেন, তিনি বললেন:

'দেখ, তোমার বসতি উর্বর মাটি থেকে দূর হবে,
ঊর্ধ্বাকাশের শিশির থেকেও দূর হবে।
তুমি খড়্গের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করবে,
হবে তোমার ভাইয়ের দাস;

কিন্তু যখন তুমি আবার জেগে উঠবে,
তখন নিজের ঘাড় থেকে তার জোয়াল ভেঙে দেবে।'

যাকোব পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বিধায় এসৌ যাকোবকে ঘৃণা করতে লাগলেন। এসৌ মনে মনে বললেন, 'আমার পিতৃশোকের সময় কাছে আসছে, তখন আমার ভাই যাকোবকে হত্যাই করব।' বড় ছেলে এসৌয়ের একথা রেবেকার কাছে শোনানো হলে তিনি লোক পাঠিয়ে ছোট ছেলে যাকোবকে ডাকিয়ে আনলেন; তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভাই এসৌ তোমাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায় করছে। এখন, বৎস, আমাকে শোন; সঙ্গে সঙ্গেই হারান শহরে আমার ভাই লাবানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও; সেখানে কিছু দিন থাক, যতদিন তোমার ভাইয়ের রোষ প্রশমিত না হয়। তোমার উপর থেকে ভাইয়ের ক্রোধ একবার চলে গেলে, এবং তুমি তার প্রতি যা করেছ, সে তা ভুলে গেলে আমি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমাকে কেন এক দিনেই তোমাদের দু'জনকেই হারাতে হবে?'

শ্লোক আদি ২৭:৩৩,৩৫; রো ৯:১১,১২

প্র ইসায়াক ভীষণভাবেই কম্পিত হলেন, বললেন, তোমার ভাই চালাকি করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।

উ আমি যখন তাকে আশীর্বাদ করেছি, সে তখন আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।

প্র কর্ম-ভিত্তিতে নয়, আহ্বান ভিত্তিতেই স্থাপিত মনোনয়নের লক্ষ্যে বলা হয়েছে: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

উ আমি যখন তাকে আশীর্বাদ করেছি, সে তখন আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৪৪-৪৫

ধার্মিকেরা নির্যাতন ভোগ করলেন

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রেরিতদূতেরা জানতেন, বিশপ নামের জন্য বিভেদ দেখা দেবে। এজন্য, তেমন নিশ্চিত পূর্বজ্ঞান লাভে তাঁরা উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন ও পর পরেই এমন ব্যবস্থা যোগ করলেন যাতে তাঁরা নিদ্রা গেলে সুনামের অন্য ব্যক্তি তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে যান। অতএব, তাঁদের দ্বারা যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার পরবর্তীকালে যাঁরা গোটা মণ্ডলীর সম্মতি ক্রমে অন্যান্যদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সুদীর্ঘ বছর ধরে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও বিনম্রতার সঙ্গে খ্রীষ্টের পালের সেবা শান্তিতে ও নিঃস্বার্থ ভাবে করে গেলেন, সেবাকর্ম থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। বস্তুতপক্ষে, যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেলেন, আমরা বিশপ পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলে তা লঘু পাপই হবে না। ধন্য সেই পুরোহিতেরা যাঁরা নিজেদের দৌড় শেষ করে ফলপ্রসূ ও নিখুঁত সমাপ্তি অর্জন করলেন—তাঁদের তো কোন ভয় নেই, নির্ধারিত স্থান থেকে কেউই তাঁদের সরিয়ে দিতে পারবে না। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এমন কাউকে ধর্মসেবা থেকে পদচ্যুত করেছ যাঁরা ন্যায়বান ও পুণ্য জীবনাচরণে সেই সেবা পালন করে আসছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, যা কিছু পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তোমরা তা নিয়েই প্রতিযোগী ও সদাগ্রহী হও। তোমরা তো পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, সেই যে শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী ও পবিত্র আত্মারই দেওয়া। তোমরা জান, শাস্ত্রে এমন কিছুই নেই যা অন্যায় ও জঘন্য। ধার্মিককে পুণ্যবান মানুষ দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছে এমন কথা তোমরা সেখানে পাবেই না। ধার্মিকেরা নির্যাতিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্জনদের দ্বারা; কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মবিরোধীদের দ্বারা; অপকর্মাদের দ্বারা তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল; এমন মানুষদের দ্বারা তাঁদের হত্যা করা হল যারা অন্তরে অসার ও অন্যায়পূর্ণ হিংসা পোষণ করছিল। এসব কিছু সহ্য করে তাঁরা সহিষ্ণুতায় অপরাজেয় হয়ে উঠলেন।

তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? ঈশ্বরভীরুদের দ্বারাই কি দানিয়েলকে সিংহের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েলকে কি তাদেরই দ্বারা অগ্নিচুল্লিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যারা পরাৎপরের মহা

ও গৌরবময় ধর্ম পালন করছিল? মোটেই না! তবে কেইবা এসব কিছু করেছিল? ঘৃণ্য ও শঠতাপূর্ণ মানুষই তো এমন তীব্র রোষের পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যার ফলে যাঁরা পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, তারা তাঁদের নিপীড়িত করেছিল; তারা তো জানত না, যাঁরা পুণ্য অন্তরে তাঁর উৎকৃষ্ট নামের সেবা করেন, স্বয়ং পরাৎপরই তাঁদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

কিন্তু যাঁরা ভরসার সঙ্গে এসব কিছু সহ্য করলেন, তাঁরা গৌরব ও সম্মানের উত্তরাধিকার পেলেন; তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা উন্নীত হলেন, ও তাঁদের নাম তাঁর স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হল চিরকালের মত। আমেন।

শ্লোক সাম ১৩৩:১ দ্রঃ

প্র প্রভুর সন্ধি ও পিতৃপুরুষদের বিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা গুণে পুণ্যজনেরা ভ্রাতৃপ্রেমে নিষ্ঠাবান হলেন,
উ কারণ তাঁদের মধ্যে অনুক্ষণ ছিলেন একই আত্মা, ছিল একই বিশ্বাস।
প্র দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!
উ কারণ তাঁদের মধ্যে অনুক্ষণ ছিলেন একই আত্মা, ছিল একই বিশ্বাস।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১৩:১-১৪

নানা পরামর্শ

ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। কেননা যখন সৎকর্ম করা হয়, তখন নয়, কিন্তু যখন অসৎ কাজ করা হয়, তখনই শাসনকর্তাদের ভয় করা হয়। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাউকে ভয় পেতে চাও না? সৎকাজ কর, করলে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে, কেননা তিনি তোমার ও তোমার কল্যাণের জন্যই ঈশ্বরের সেবক। কিন্তু যদি অসৎ কাজ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি এমনিই খড়্গ ধারণ করেন এমন নয়; বাস্তবিকই তিনি ঈশ্বরের সেবক—যে অসৎ কাজ করে, তাকে যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য। সুতরাং কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক। আর এই কারণেই তো তোমরা করও দিয়ে থাক: তাঁরা ঈশ্বরের নিযুক্ত মানুষ, তাঁদের উপরে দেওয়া কাজই তাঁরা করে যান। যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও: যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে শুল্ক দিতে হয়, তাঁকে শুল্ক দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান কর।

পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। বাস্তবিকই তেমন আজ্ঞা যেমন, *ব্যভিচার করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না,* আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক না কেন, সেই সকল আজ্ঞা এই একটা বচনেই সঙ্কলিত হয়েছে: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস।* ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

তাছাড়া, এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন; কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না।

শ্লোক রো ১৩:৮; গা ৫:১৪

℣ পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না;

℟ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।

℟ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ১-২

যীশুখ্রীষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে
আমি তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, পরাৎপর পিতার ও তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মহত্ত্বে দয়ার পাত্রী সেই মণ্ডলীর সমীপে, যে মণ্ডলী আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারে তাঁরই ভালবাসার পাত্রী ও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা আলোকিতা, নিখিল বিশ্বই যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ; যে মণ্ডলী রোম অঞ্চলের রাজধানীতে প্রধান আসনের অধিকারী—ঈশ্বরের যোগ্য, সম্মান, আশীর্বাদ ও প্রশংসার যোগ্য, যত সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার যোগ্য যে মণ্ডলী; যে মণ্ডলী ভালবাসায় প্রধান আসনের অধিকারী, খ্রীষ্ট-বিধানের অনুসারী ও পিতার নামে ভূষিতা, তার কাছে আমি পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনে যারা দেহে ও আত্মায় মিলিত, ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচ্ছেদ্য ভাবে পরিপূর্ণ ও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ, তাদের কাছে আমি আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টে শাশ্বত পরমানন্দ-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে—যার ফলে যা বাসনা করছিলাম তার চেয়ে অধিক লাভ করেছি—আমি এখন যীশুখ্রীষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি—অবশ্য, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমন লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাকে যোগ্য করে তোলে, তবেই। সূচনা ভালই হয়েছে: আমার উত্তরাধিকারের কাছে অবাধে পৌঁছা, আহা, আমি যেন তেমন অনুগ্রহ পেতে পারি! কেননা আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ভালবাসা আমার অপকার করবে; কারণ যা ইচ্ছা কর তা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু তোমরা আমাকে না বাঁচালে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে কঠিন।

আসলে আমি চাই না তোমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, বরং সেই ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করবে যাঁর কাছে তোমরা গ্রহণযোগ্য; কেননা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার তেমন সুযোগ আমি আর পাব না; নীরব থাকলে তোমরাও শ্রেয়তর কাজে সম্মতিদান করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমার বিষয়ে নীরব থাকলে আমি ঈশ্বরের বাণী হয়ে উঠব, তোমরা কিন্তু আমাদের দেহকে প্রশ্রয় দিলে আমি আবার অসার শব্দ মাত্রই হব। তোমরা এর চেয়ে আমাকে কিছুই মঞ্জুর করো না: বেদি যখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে, তখন আমি যেন ঈশ্বরের কাছে বলীকৃত হতে পারি। তবেই ভালবাসায় এক সুর হয়ে উঠে তোমরা পিতার কাছে খ্রীষ্টে গান করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে সিরিয়ার ধর্মাধ্যক্ষের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের লক্ষ্যে সংসারের কাছে অস্তগমন করা যাতে তাঁর কাছে পুনরুত্থান করতে পারি, আহা, কতই না সুন্দর!

শ্লোক ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

℣ আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

℣ সেই ক্রুশ দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২৮:১০–২৯:১৪

যাকোবের স্বপ্ন

যাকোব বের্শেবা ছেড়ে হারানের দিকে রওনা হলেন। এক জায়গায় এসে তিনি, সূর্য অস্ত গেছে ব'লে সেখানে রাত কাটালেন; সেই জায়গার একটা পাথর নিয়ে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখে তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসায়াকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত, এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যেইখানে যাবে, সেইখানে তোমাকে রক্ষা করব; পরে আমি তোমাকে এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব, কেননা তোমাকে যা কিছু বললাম, তা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!' ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'এই স্থান কেমন ভয়ঙ্কর! এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!' খুব সকালে উঠে যাকোব, যে পাথর মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখেছিলেন, তা একটা স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি জায়গাটার নাম বেথেল রাখলেন, কিন্তু আগে শহরটার নাম ছিল লুজ। যাকোব এই বলে মানত করলেন, 'পরমেশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন, আর আমি যদি সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে প্রভু হবেন আমার আপন পরমেশ্বর। এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা পরমেশ্বরের একটি গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি বিশ্বস্তভাবে তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব।'

যাকোব পথে পা বাড়িয়ে পুব-বাসীদের দেশে গেলেন। সেখানে দেখলেন, খোলা মাঠে একটা কুয়ো রয়েছে, আর দেখ, সেটার ধারে মেষের তিনটে পাল শুয়ে রয়েছে, কেননা রাখালেরা সেই কুয়োতে মেষপালগুলোকে জল খাওয়াত; কিন্তু সেই কুয়োর মুখে যে পাথর ছিল, তা খুবই বড় ছিল। পালগুলো সবই মিলে সেই জায়গায় একবার জড় হলে রাখালেরা কুয়োর মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিয়ে মেষগুলোকে জল খাওয়াত, পরে আবার কুয়োর মুখে ঠিক জায়গায় পাথরটা বসিয়ে দিত। যাকোব তাদের বললেন, 'ভাই, তোমরা কোন্ জায়গার মানুষ?' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা হারানের মানুষ।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নাহোরের সন্তান লাবানকে চেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।' তিনি আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কি ভাল আছেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল আছেন। দেখুন, তাঁর মেয়ে রাখেল মেষপাল নিয়ে আসছেন।' তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনও অনেক বেলা আছে; পশুপাল জড় করার সময় এখনও হয়নি; তোমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াও, তারপর আবার চরাতে নিয়ে যাও।' তারা বলল, 'সকল পাল জড় না করা পর্যন্ত ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরানো না হওয়া পর্যন্ত আমরা তা করতে পারি না; তখনই আমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াব।'

তিনি তাদের সঙ্গে তখনও কথা বলছেন, এমন সময় রাখেল তাঁর পিতার মেষপাল নিয়ে এসে পৌঁছলেন, কেননা তিনি মেষপালিকা ছিলেন। যাকোব তাঁর মামা লাবানের মেয়ে রাখেলকে ও তাঁর মামার মেষপালকে দেখামাত্র কাছে এগিয়ে গেলেন, ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তাঁর মামা লাবানের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। পরে যাকোব রাখেলকে চুম্বন করে জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিজে যে তাঁর পিতার জ্ঞাতি ও রেবেকার ছেলে, যাকোব রাখেলকে এই পরিচয় দিলে রাখেল দৌড়ে গিয়ে পিতাকে একথা জানিয়ে দিলেন। নিজের ভাগনে যাকোবের কথা শুনতে পেয়ে লাবান ছুটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন, ও নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; আর তিনি লাবানকে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণনা

করলেন। তখন লাবান বললেন, 'তুমি সত্যিই আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস!' যাকোব তাঁর ঘরে এক মাস থাকলেন।

শ্লোক আদি ২৮:১২,১৬,১৭

প্র যাকোব স্বপ্ন দেখলেন: একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন।

উ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!

প্র এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!

উ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৪৬:১–৪৭:৫; ৪৮**

খ্রীষ্টে আমাদের আহ্বান এক

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, আমাদেরও তেমন দৃষ্টান্ত আঁকড়িয়ে থাকতে হবে, কারণ লেখা আছে, *পবিত্রজনদের আঁকড়ে ধর, কারণ যারা তাদের আঁকড়ে থাকে তারা পবিত্রিত হবে।* আবার অন্যত্র লেখা রয়েছে, *নিরপরাধীর সঙ্গে তুমি নিরপরাধী হবে, মনোনীতজনের সঙ্গে তুমি মনোনীত হবে; কিন্তু কুটিলের সঙ্গে তুমি কুটিল হয়ে যাবে।* তবে এসো, নিরপরাধী ও পুণ্যবান মানুষকে আঁকড়িয়ে থাকি, কারণ এরাই তো ঈশ্বরের মনোনীতজন। তোমাদের মধ্যে কেনই বা এ তর্কাতর্কি, ক্রোধ, বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম? আমাদের কি এক ঈশ্বর, এক খ্রীষ্ট ও আমাদের উপরে সঞ্চারিত একই অনুগ্রহের আত্মা নেই? খ্রীষ্টে আমাদের আহ্বান এক নয়? কেন আমরা খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করি? কেন আমাদের নিজেদের দেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি ও উন্মত্ততার এমন পর্যায়ে উঠি যে ভুলে যাই, আমরা পরস্পরের ভাই? প্রভু যীশুর বাণী মনে রেখ; তিনি তো বললেন, *সেই মানুষকে ধিক্! আমার মনোনীতদের একজনকেও পদস্খলিত করার চেয়ে তার পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল হত; আমার মনোনীতদের একজনকেও পথভ্রান্ত করার চেয়ে তার গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই ভাল হত!* তোমাদের বিচ্ছেদ অনেককে পথভ্রান্ত করেছে, অনেককে নিরাশায়, অনেককে সন্দেহের হাতে, আমাদের সকলকেও দুঃখে নিক্ষেপ করেছে—আর তোমাদের বিভেদ এখনও চলছে!

প্রেরিতদূত পলের পত্র হাতে নাও। তাঁর প্রচারকাজের আরম্ভে তিনি তোমাদের প্রথম কী লিখেছিলেন? সত্যকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের ও কেফাস ও আপল্লোসের কথা তোমাদের কাছে লিখেছিলেন, কারণ সেকাল থেকেও তোমাদের মধ্যে পক্ষপাতের প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। সেকালের পক্ষপাত কিন্তু তোমাদের লঘুতর অপরাধে অপরাধী করেছিল, কারণ তোমরা নামকরা প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের অনুমোদিত একটি মানুষেরই পক্ষপাত করছিলে। এবার কিন্তু দেখ কারাই বা তোমাদের নিকৃষ্ট করে তুলেছে ও তোমাদের বিখ্যাত ভ্রাতৃপ্রেমের মান ক্ষুণ্ন করে ফেলেছে! সুতরাং এসো, এসব কিছু শীঘ্রই শেষ করে দিই, মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে চোখের জল ফেলে তাঁকে মিনতি করি তিনি যেন প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন ও আমাদের পুণ্য ও সমীচীন ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা এই তো জীবনের দিকে উন্মুক্ত সেই ধর্মময়তার তোরণদ্বার যা বিষয়ে লেখা আছে, *আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার; প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ। এই তো প্রভুর তোরণদ্বার, এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে।* উন্মুক্ত এ তোরণদ্বার বহু বটে, কিন্তু ধর্মময়তার যে তোরণদ্বার তা হল খ্রীষ্টেরই তোরণদ্বার: সুখী তারা সকলে, যারা তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে ও শেকলাবদ্ধ ভাবে সবকিছু সম্পন্ন ক'রে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে চরণ চালিত করেছে।

একজন মানুষ বিশ্বস্তই হোক, সত্য ব্যক্ত করায় উপযুক্তই হোক, ধর্মমত নির্ণয় ব্যাপারে প্রজ্ঞাবানই হোক, আচরণে পুণ্যবানই হোক; সে যত মহান বলে পরিগণিত, তার পক্ষে তত বিনম্র হওয়া দরকার; এবং নিজের স্বার্থ নয়, সর্বসাধারণেরই মঙ্গলের অন্বেষণ করা দরকার।

শ্লোক ১ করি ৯:১৯,২২; যোব ২৯:১৫-১৬

প্র কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল,

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

প্র আমি ছিলাম অন্ধের চোখ, ছিলাম খোঁড়ার পা। আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা, অপরিচিতের বিবাদ তদন্ত করতাম;

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১৪:১-২৩

বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি উদার মনোভাব

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তার ব্যক্তিগত দুর্বল ধারণার বিচার করো না। বিশ্বাস ক্ষেত্রে একজন মনে করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়। যে যা খায়, সে যেন, যে তা খায় না, তাকে অবজ্ঞা না করে; এবং যে যা খায় না, সে যেন, যে যা খায়, তার বিচার না করে; কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তুমি কে যে অপরের দাসের বিচার কর? সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তার প্রভুরই ব্যাপার; সে কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাকে সোজা করে দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষমতা প্রভুর আছে।

একজন একটা দিনের চেয়ে অন্য দিনকে অধিক পালনীয় বলে মনে করে; আর একজন সকল দিনকে সমান মনে করে; তবু প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধারণায় দৃঢ়নিশ্চিত থাকে। দিনটা নিয়ে যে ব্যস্ত, সে প্রভুর সম্মানার্থেই তাতে ব্যস্ত; যে খায়, সে প্রভুর সম্মানার্থেই খায়, কারণ সে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর সম্মানার্থেই খায় না, সেও ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে। কেননা আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। তবে তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর? আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে! কেননা লেখা আছে: *আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে, এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।* এক কথায়, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

তাই এসো, আমরা পরস্পরকে আর বিচার না করি; বরং ভাইয়ের হোঁচট বা স্খলনের কারণ না হওয়া, এ হোক তোমাদের বিচার-বিবেচনা। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চিত আছি: কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি। তাহলে তোমার খাদ্যের ব্যাপারে যদি তোমার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগে, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়ম অনুসারে চলছ না। খ্রীষ্ট যার জন্য মরলেন, তোমার খাবার দ্বারা তার বিনাশের কারণ হতে যেয়ো না। সুতরাং যে মঙ্গল তোমরা ভোগ কর, তা যেন নিন্দার বিষয় না হয়। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান। এভাবে যে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে। খাদ্যের খাতিরে ঈশ্বরের কাজ ভেঙে ফেলো না! সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট খায়, তার পক্ষে তা মন্দ। মাংস খাওয়াই হোক বা আঙুররস পান করাই হোক বা সেই যাই কিছু হোক না কেন যার কারণে তোমার ভাই স্খলিত হয় বা দুর্বল হয়,

তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত রাখাই উত্তম। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তা নিজেরই জন্য ঈশ্বরের সামনে অক্ষুণ্ন রাখ। সুখী সেই জন, যে, যা সমর্থন করে, তাতে নিজের দণ্ডবিচার না করে। কিন্তু যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, সে যদি খায়, তবে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তার কাজটা বিশ্বাসজনিত নয়; আর যা কিছু বিশ্বাসজনিত নয়, তা পাপ।

শ্লোক রো ১৪:৯,৮,৭

প্র খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।
উ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।
প্র আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি।
উ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৩-৪

শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমি কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি

তোমরা কাউকে কখনও প্রতারণা করনি, তোমরা অন্যদের শিক্ষাই দিয়েছ। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাদানে যা নির্দেশ কর, তোমরা নিজেরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবে। আমার জন্য তোমরা কেবল শক্তি প্রার্থনা কর—আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তি—আমার যেন কথা শুধু নয়, ইচ্ছাও থাকে; আমি যেন কথায় শুধু নয়, কাজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারি। কারণ আমি যদি তেমন স্বীকৃতি পেতে পারি, তাহলে নিজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারব, আর এজগৎ থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরে বিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হতে পারব। যা কিছু দৃশ্যগত তা ভাল নয়; কারণ পিতার মধ্যে থাকায় আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টই স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্য। খ্রীষ্টাদর্শ যখন সংসারের ঘৃণার পাত্র, তখনই যুক্তির নয় বরং ঐশমাহাত্ম্যের ফল বলে প্রমাণিত।

আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমনটি হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। তোমরা বরং সেই পশুদের উত্তেজিতই কর, তারা যেন আমার সমাধি হতে পারে, তারা যেন আমার দেহের চিহ্ন মাত্রও না রাখে; তবে নিদ্রা গিয়ে আমি কারও বোঝা হব না। জগৎ যখন আমার দেহকেও দেখতে পাবে না, তখনই আমি যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠব। আমার হয়ে তোমরা খ্রীষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি। পিতর ও পলের মত আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি না, তাঁরা তো প্রেরিতদূত ছিলেন, আমি দণ্ডিত মানুষ; তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, আমি এখনও ক্রীতদাস। তবু মৃত্যু বরণ করলে আমি যীশুখ্রীষ্টের স্বাধীনকৃত মানুষ হয়ে উঠব ও তাঁর মধ্যে স্বাধীন বলে পুনরুত্থান করব। এখন, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি।

শ্লোক গা ২:১৯-২০

প্র আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
প্র আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩১:১-১৮

যাকোবের পলায়ন

যাকোব জানতে পারলেন যে, লাবানের ছেলেরা একথা বলছিল, 'আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা যাকোব কেড়ে নিয়েছে; আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা নিয়েই তার এই সমস্ত ঐশ্বর্য হয়েছে।' যাকোব লাবানের মুখও লক্ষ করলেন; আর দেখ, তা তাঁর প্রতি আর আগেকার মত নয়। প্রভু যাকোবকে বললেন, 'তোমার পিতৃপুরুষদের দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।' তাই লোক পাঠিয়ে যাকোব রাখেল ও লিয়াকে মাঠে তাঁর পশুপালদের কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের পিতার মুখ লক্ষ করে বুঝতে পেরেছি, তা আমার প্রতি আর আগেকার মত নয়, কিন্তু তবু আমার পিতার পরমেশ্বর আমার সঙ্গে থাকলেন। তোমরা নিজেরা তো জান, আমি সমস্ত শক্তি দিয়েই তোমাদের পিতার জন্য কাজ করেছি, অথচ তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করে দশবার আমার মজুরি পাল্টিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু পরমেশ্বর তাঁকে আমার ক্ষতি করতে দেননি। হ্যাঁ, তিনি যদি বলতেন, "বিন্দুচিহ্নিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত বাচ্চা দিত; যদি বলতেন, "রেখাঙ্কিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত মেষিকা রেখাঙ্কিত বাচ্চা দিত। এইভাবে পরমেশ্বর তোমাদের পিতার কাছ থেকে পশু নিয়ে তা আমাকে দিয়েছেন। পশুদের গর্ভধারণ-কালে আমি একদিন স্বপ্নে চোখ তুলে চাইলাম, আর দেখ, পালের মধ্যে মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র। পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বললেন, "যাকোব!" আমি উত্তরে বললাম, এই যে আমি! তিনি বলে চললেন, "চোখ তুলে চাও, মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র, কেননা লাবান তোমার প্রতি যা কিছু করে এসেছে, আমি তা সবই দেখলাম। আমি সেই ঈশ্বর যাঁর জন্য তুমি বেথেলে একটা স্মৃতিস্তম্ভ অভিষিক্ত করেছিলে, সেখানে আমার কাছে মানতও করেছিলে। এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।"'

তখন রাখেল ও লিয়া উত্তরে তাঁকে বললেন, 'পিতার বাড়িতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার আছে? আমরা তাঁর কাছে কি বিদেশিনী বলে গণ্য নই? তিনি তো আমাদের বিক্রি করেছেন, আর আমাদের রুপো নিজেই ভোগ করেছেন! পরমেশ্বর আমাদের পিতার কাছ থেকে যা কিছু ধন কেড়ে নিয়েছেন, তা সবই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। সুতরাং পরমেশ্বর তোমাকে যা কিছু বলেছেন, তুমি তা কর।'

তখন যাকোব উঠে, কানান দেশে নিজের পিতা ইসায়াকের কাছে ফিরে যাবার জন্য, নিজের সন্তানদের ও বধূদের উটের পিঠে চড়িয়ে নিজের সঞ্চয় করা যত পশু ও ধন—পাদ্দান-আরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন—তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক আদি ৩১:১১,১২,১৩,১৭

প্র পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নে যাকোবকে বললেন, লাবান তোমার প্রতি যা কিছু করে এসেছে, আমি তা সবই দেখলাম। আমি সেই ঈশ্বর যাঁর জন্য তুমি বেথেলে একটা স্মৃতিস্তম্ভ অভিষিক্ত করেছিলে, সেখানে আমার কাছে মানতও করেছিলে।

উ এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।

প্র তখন যাকোব উঠে নিজের সন্তানদের ও বধূদের উটের পিঠে চড়িয়ে রওনা হলেন।

উ এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৪৯-৫০

খ্রীষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক

খ্রীষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।* ভালবাসা সবকিছু

বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। ভালবাসায় মহাপ্রভু আমাদের গ্রহণ করলেন; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন।

প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অতীত। ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত হতে পারি। আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। কেননা লেখা আছে, *চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও। কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়;* তখন আমি শুভদিনের কথা স্মরণ করব ও *তোমাদের সমাধি থেকে তোমাদের উত্তোলন করব।* প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে, *সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল, আবৃত হল যার পাপ। সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না, যার আত্মায় ছলনা নেই।* এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১৬,৭

প্র আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
প্র এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।
উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১৫:১-১৩

প্রত্যেকে যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে

ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা। আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। বাস্তবিকই খ্রীষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি; বরং যেমন লেখা আছে: *যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে।* কারণ আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশেই লেখা হয়েছে, শাস্ত্র যে নিষ্ঠা ও আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তা দ্বারা আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশা উদ্দীপিত করে রাখি। নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন। কেননা আমার কথা এ: খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে;

যেমনটি লেখা আছে: *এইজন্য আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তোমার গৌরব স্বীকার করব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করব।* আরও: *বিজাতি সকল, তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে হর্ষধ্বনি তোল।* আরও: *সকল বিজাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সকল জাতি তাঁর প্রশংসা করুক।* আরও, ইসাইয়া বলেন, *যিনি যেসে বংশের শিকড়, তিনি আবির্ভূত হবেন; তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে।* প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও।

শ্লোক রো ১৫:৫-৭

প্র নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই রব প্রদান করুন, যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার,

উ যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

প্র তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন;

উ যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৫-৬

আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও

সিরিয়া থেকে রোম পর্যন্ত আমি হিংস্র পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি, স্থলভূমিতে ও সমুদ্রে, দিবারাত্র, দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে শেকলাবদ্ধ হয়ে—অর্থাৎ সেই সৈন্যদল যারা আমার মঙ্গলভাব সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্যবহার করে। তাদের অপকর্মের ফলে আমি অধিক শিষ্য হয়ে উঠি, *কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়।* আমার জন্য প্রস্তুত করা যে পশু, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা করছি; প্রার্থনা করি, তারাও আমার জন্য প্রস্তুত হবে। এমনকি আমি তাদের উত্তেজিত করব তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করে; কয়েকজনের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমন কিছু যেন না ঘটে যে, নরম হওয়ায় তারা তাদের স্পর্শ করল না; তারা নিজে থেকে ইচ্ছা না করলেও আমি জোর প্রয়োগেই তাদের বাধ্য করব।

আমাকে ক্ষমা কর: আমার পক্ষে যা উপকার তা আমি জানি; আমি এখনই শিষ্য হতে শুরু করছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন কিছু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছনোর পথে বাধা না দেয়। আগুন, ক্রুশ, হিংস্র পশুর আক্রমণ, দেহ-ছিঁড়াছিঁড়ি, দেহ-বিদারণ, হাড়ভাঙ্গন, অঙ্গচূর্ণন, সর্বাঙ্গীণ গুঁড়াকরণ, শয়তানের হিংস্রতম পীড়াপীড়ি: সবই আসুক আমার উপর! আমি কিন্তু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা এজগতের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়! পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রীষ্টযীশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না, আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

শ্লোক ফিলি ৩:৭,১০,৮

প্র আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম,

উ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

প্র আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য

করছি,

℣ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩২:৩-৩০

ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের লড়াই

পরমেশ্বরের দূতদের দেখে যাকোব বললেন, 'এ পরমেশ্বরের সেনা-শিবির,' আর সেই জায়গার নাম মাহানাইম রাখলেন। যাকোব নিজের আগে আগে সেইর দেশের এদোমের খোলা মাঠে তাঁর ভাই এসৌয়ের কাছে দূতদের পাঠালেন; তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, 'তোমরা আমার প্রভু এসৌকে বলবে, আপনার দাস যাকোব একথা বলছে, আমি লাবানের কাছে বেশ কিছু দিন ছিলাম, আজ পর্যন্তই সেখানে ছিলাম। আমার এখন গবাদি পশু, গাধা, মেষপাল ও দাস-দাসী আছে। আমি আমার প্রভুর কাছে এই সংবাদ পাঠিয়েছি, যেন তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি।' দূতেরা যাকোবের কাছে ফিরে এসে বলল, 'আমরা আপনার ভাই এসৌয়ের কাছে গিয়েছি; তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন, সঙ্গে করে চারশ' লোক নিয়ে আসছেন।' যাকোব ভীষণ ভয় পেলেন, উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলেন। যে সকল লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের ও গবাদি পশু, মেষপাল ও উটদের বিভক্ত করে দু'টো শিবির করলেন; কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'এসৌ এসে এক শিবির আক্রমণ করলেও তবু অপর শিবির রেহাই পাবে।'

যাকোব বললেন, 'হে আমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও আমার পিতা ইসায়াকের পরমেশ্বর, হে প্রভু, তুমি যে নিজে আমাকে বলেছিলে, তোমার দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আর আমি তোমার মঙ্গল করব, তুমি এখন এই দাসের প্রতি যে সমস্ত কৃপা ও যে সমস্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ, আমি তার কিছুরই যোগ্য নই। আমি কেবল নিজের লাঠি নিয়েই এই যর্দন পার হয়েছিলাম, আর এখন দুই শিবির হয়ে উঠেছি। বিনয় করি: আমার ভাই এসৌয়ের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা আমি তাকে ভয় করি, পাছে সে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ছেলেদের সঙ্গে মায়েদেরও আক্রমণ করে। তুমিই তো বলেছ, আমি নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করব, এবং তোমার বংশকে সমুদ্রতীরের বালুকণারই মত করব, যা তার বহুসংখ্যার জন্য গণনার অতীত।' যাকোব সেই জায়গায় থেকেই রাত কাটালেন।

তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তার মধ্য থেকে কতগুলো জিনিস নিয়ে তাঁর ভাই এসৌয়ের জন্য এই উপহার প্রস্তুত করলেন: দু'শো ছাগী ও কুড়িটা ছাগ, দু'শো মেষী ও কুড়িটা মেষ, শাবক সমেত দুগ্ধবতী ত্রিশটা উট, চল্লিশটা গাভী ও দশটা বৃষ, এবং কুড়িটা গাধী ও দশটা গাধার বাচ্চা। তিনি তাঁর এক এক দাসের হাতে এক এক পাল আলাদা করে তুলে দিয়ে সেই দাসদের বললেন, 'তোমরা আমার আগে আগে এগিয়ে যাও, এবং এক এক পালের মধ্যে কিছুটা জায়গা রাখ।' অগ্রগামী যে দাস, তাকে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি আমার ভাই এসৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কার লোক? কোথায় যাচ্ছ? এই যে পশুপাল তোমার আগে আগে চলছে, তা কার? তখন উত্তরে তুমি বলবে, এই সমস্ত কিছু আপনার দাস যাকোবের; তিনি উপহার রূপে এই সমস্ত পশু আমার প্রভু এসৌয়ের জন্য পাঠালেন; আর দেখুন, তিনি নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি যারা নানা পালের পিছু পিছু যাওয়ার কথা, তাদের সকলকেও তিনি এই আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'এসৌয়ের দেখা পেলে তোমরা এই এই ধরনের কথা বলবে; তোমরা আরও বলবে, দেখুন, আপনার দাস যাকোব নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'আমি আগে আগে উপহার পাঠিয়ে তাকে প্রশমিত করব, তারপর তার সামনে এসে উপস্থিত হব; হয় তো সে আমার প্রতি প্রসন্নতা দেখাবে।' এভাবে তাঁর আগে আগে উপহার এগিয়ে গেল, কিন্তু তিনি সেই রাত শিবিরেই কাটালেন।

সেই রাতে তিনি উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও এগারো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাব্বোক নদী যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায়, সেখান দিয়ে পার হলেন। ওদের এনে তিনি নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর যা কিছু ছিল, তাও পাঠিয়ে দিলেন। যাকোব একা রইলেন, এবং কে যেন একজন ভোর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি করলেন;

যখন দেখলেন, তিনি তাঁর উপর জয়ী হতে পারেন না, তখন যাকোবের কোমরের পাশে আঘাত হানলেন, আর তাঁর সঙ্গে এভাবে লড়াই করার ফলে যাকোবের কোমরের হাড়টা জায়গা থেকে সরে গেল। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে যেতে দাও, কেননা ভোর হয়ে আসছে।' যাকোব উত্তরে বললেন, 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার নাম যাকোব।' তিনি বলে চললেন, 'তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না, তোমার নাম হবে ইস্রায়েল, কারণ তুমি পরমেশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করেছ ও জয়ীও হয়েছ!' তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করলেন, 'দয়া করে, আমাকে আপনার নিজের নাম বলুন।' তিনি তাঁকে উত্তরে বললেন, 'কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ?' আর সেইখানে তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন।

শ্লোক আদি ৩২:২৭,৩০; ২২:১৭

প্র দূত যাকোবকে বললেন, আমাকে যেতে দাও, কেননা ভোর হয়ে আসছে। যাকোব উত্তরে বললেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।

উ আর তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

প্র আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব ও তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করব।

উ আর তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৫১-৫৩**

আহা, কেমন মহা ভালবাসা!

যত অপরাধ করেছি ও সেই ধূর্তজনের প্রবঞ্চনার ফলে যা করেছি, এসো, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যারা সেই বিদ্রোহ ও বিবাদের নেতা ছিল, তারা যেন সর্বসাধারণ প্রত্যাশার কথা ভাবে। কেননা যারা ভয় ও ভালবাসায় জীবন যাপন করে, তারা পরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজেরাই কষ্ট বহন করতে, ও আমাদের ঐতিহ্যগত উৎকৃষ্ট ও ন্যায়বান সুসম্পর্ক আলোড়িত করার চেয়ে নিজেরাই দোষী বলে পরিগণিত হতে ইচ্ছুক। হৃদয় কঠিন করার চেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের অপরাধ স্বীকার করা শ্রেয়—যেইভাবে তাদেরই হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল যারা ঈশ্বরের দাস মোশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের দণ্ড প্রকাশ্যই হয়ে উঠেছিল, কারণ তারা *জীয়ন্তই পাতালে নেমে গেল ও মৃত্যুই হবে তাদের রাখাল।* ফারাও, তার সেনাদল, মিশরের সকল নেতা, রথ ও অশ্বারোহী সকল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরল ঠিক এ কারণে যে, মিশর দেশে ঈশ্বরের দাস মোশী দ্বারা চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজ সাধিত হওয়ার পরেও তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল।

ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু কোন কিছুরই অভাবী নন: তাঁর কাছে আমাদের স্বীকারোক্তি ছাড়া তিনি কারও কাছ থেকে অন্য কিছুর বাসনা করেন না; কারণ সেই মনোনীত দাউদ বলেন, *আমি প্রভুর কাছে স্বীকার করব: বলদ বা শিঙ-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে এতেই আমি প্রভুকে প্রীত করব। তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক।* তিনি আরও বলেন, *স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রত সকল উদ্‌যাপন কর; সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক: আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে। কারণ ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি।*

ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো শাস্ত্র জান, ভাল করেই জান; তোমরা ঈশ্বরের বচনগুলি তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করেছ। এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেব, এই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ যখন মোশী পর্বতের উপরে গিয়ে সেখানে উপবাস ও বিনম্রতায় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাটালেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *মোশী, মোশী, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে।* এবং প্রভু বলে চললেন, *আমি তোমার সঙ্গে একবার ও দুইবার কথা বলেছিলাম; বলেছিলাম: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব,*

এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব। তখন মোশী বললেন, *আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর …! না করলে, তবে, দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও।* আহা, কেমন মহা ভালবাসা! আহা, এ পরমসিদ্ধি এমন যা অতিক্রম করা অসাধ্য! এই দাস প্রভুর সঙ্গে সাহসী, তিনি জনগণের জন্য ক্ষমা যাচনা করেন, অন্যথা তাদের সঙ্গে বিনষ্ট হতে চান।

শ্লোক জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

℣ তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,
℟ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।
℣ তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।
℟ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১৫:১৪-৩২

পলের সেবাকর্ম

হে আমার ভাইয়েরা, এবিষয়ে আমি নিজেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, সমস্ত সদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ও পরস্পরকে চেতনাদানেও সক্ষম। তথাপি আমি কয়েকটা বিষয়ে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই লিখেছি, কেমন যেন তোমাদের কাছে কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কারণটা হল সেই অনুগ্রহ যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি, যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত এটিই ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টযীশুতে আমার গর্ব; কেননা বাধ্যতার কাছে বিজাতীয়দের আনবার জন্য খ্রীষ্ট আমার দ্বারা যা সাধন করেছেন, আমি কেবল সেই বিষয়েই কিছু কথা বলার সাহস করতে পারি: তিনি তো কাজে ও কথা-কর্মে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরাক্রমে এবং আত্মার পরাক্রমে এমন কিছু সাধন করলেন যে, যেরুসালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারকর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। এমনকি, এক্ষেত্রে আমার বিশেষ নিয়ম ছিল এ: খ্রীষ্ট-নাম যেখানে কখনও পৌঁছেনি, এমন জায়গায়ই আমি যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তির উপরে যেন না গাঁথি; বরং যেমনটি লেখা আছে: *তাঁর সংবাদ যাদের দেওয়া হয়নি, তারা তাঁকে দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে।*

ঠিক এই কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে অনেকবার বাধা পেয়েছি। কিন্তু এখন এই সমস্ত অঞ্চলে আমি আর কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ও বহু বছর ধরে তোমাদের কাছে যেতে গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করায়, আমি আশা করি, স্পেনে যাওয়ার পথে তোমাদের ওইখানে গিয়ে তোমাদের দেখতে পাব; এবং তোমাদের সঙ্গ যথেষ্টই ভোগ করার পর, সেই অঞ্চলে যাওয়ার পথে তোমাদের সহায়তা লাভে ধন্য হব। কিন্তু আপাতত যেরুসালেমের পবিত্রজনদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি সেখানেই যাচ্ছি; কারণ মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার মানুষেরা সহভাগিতা স্বরূপ যেরুসালেমের অভাবী পবিত্রজনদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছে। তারা এমনটি চেয়েছে, কারণ তাদের কাছে তারা ঋণী, কেননা যখন বিজাতীয়রা আত্মিক সম্পদে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন এরাও তাদের পার্থিব অভাবে তাদের কাছে এক পবিত্র-সেবা-ঋণী। সুতরাং একাজ সম্পন্ন করার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফসল তাদের হাতে দেওয়ার পর আমি তোমাদের ওখান হয়ে স্পেনে রওনা হব। আমি জানি, যখন তোমাদের কাছে এসে পৌঁছব, তখন খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব।

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দোহাই এবং আত্মার ভালবাসার দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করি: ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করে তোমরা আমার সংগ্রামে আমার পাশে দাঁড়াও, যেন আমি যুদেয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাই, এবং যেরুসালেমের জন্য আমার যে সেবাদায়িত্ব, তা যেন পবিত্রজনদের

গ্রহণীয় হয়। তবেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে মনের আনন্দেই যেতে পারব ও তোমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ জুড়িয়ে নিতে পারব। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

শ্লোক রো ১৫:১৫,১৬; ১:৯

প্র ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,

উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

প্র তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি,

উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৭-৮

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায়ই আমি জীবনযাপন করি

এজগতের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট ও অন্তরে জগৎ, তেমন কিছু সহ্য করো না। তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।' ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি যা দাউদ-বংশীয় যীশুখ্রীষ্টের মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯

প্র আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,

উ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

প্র আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি;

উ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩৫:১-২৯

যাকোবের জীবনের শেষ পর্ব

পরমেশ্বর যাকোবকে বললেন, 'ওঠ, বেথেলে গিয়ে সেইখানে বসতি কর; এবং তোমার ভাই এসৌয়ের কাছ থেকে তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে সেখানে একটি

যজ্ঞবেদি গাঁথ।' যাকোব তাঁর ঘরের পরিজন ও তাঁর সঙ্গী সকলকে বললেন, 'তোমাদের কাছে যত বিদেশী দেবতা আছে, তাদের দূর করে দাও; নিজেদের শুচিশুদ্ধ করে পোশাক বদলি কর। পরে এসো, আমরা বেথেলে চলে যাই; সেখানে আমি সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথব, যিনি আমার সঙ্কটের দিনে আমার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আমার যাত্রাপথে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন।' তারা তখন তাদের কাছে যে সব দেবতা ও তাদের কানে যত মাকড়ি ছিল, তা যাকোবের হাতে তুলে দিল, এবং তিনি সিখেমের কাছে যে ওক্ গাছটা ছিল তার তলায় সেই সবকিছু মাটিতে পুঁতে রাখলেন। পরে তারা সেখান থেকে রওনা হল। তখন ঐশ্বরিক এমন সন্ত্রাস চারদিকের শহরগুলোকে আঘাত করল যে, সেখানকার লোকেরা কেউই যাকোবের সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল না।

যখন যাকোব ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে কানান দেশের সেই লুজে, অর্থাৎ বেথেলে এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন আর জায়গাটার নাম এল্-বেথেল রাখলেন; কারণ তিনি যখন ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর সেইখানে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেসময়েই রেবেকার ধাইমা দেবোরার মৃত্যু হল; তাকে বেথেলের নিচের জায়গায় সেই ওক্ গাছের তলায় সমাধি দেওয়া হল; আর এজন্যই জায়গাটার নাম কান্নার ওক্ রাখা হল।

পরমেশ্বর যাকোবের কাছে আর একবার দেখা দিলেন—সেসময়ে যাকোব পাদ্দান-আরাম থেকে ফিরে আসছিলেন—আর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে বললেন,

'তোমার নাম যাকোব;
তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না,
তোমার নাম বরং হবে ইস্রায়েল।'

তাই তাঁকে ইস্রায়েল বলে ডাকা হল। পরমেশ্বর তাঁকে আরও বললেন,

'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর;
তোমা থেকে এক জাতি, এমনকি এক জাতিসমাজেরই উদ্ভব হবে;
তোমার কটিদেশ থেকে নানা রাজা উৎপন্ন হবে।
যে দেশ আমি আব্রাহামকে ও ইসায়াককে দিয়েছি,
সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব।'

পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে তাঁকে ছেড়ে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন। তিনি যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে যাকোব একটা স্মৃতিস্তম্ভ, পাথরেরই একটা স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে তার উপরে পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন ও তেল ঢেলে দিলেন। পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যাকোব সেই স্থানের নাম বেথেল রাখলেন।

পরে তাঁরা বেথেল ছেড়ে চলে গেলেন। এফ্রাথায় পৌঁছবার অল্প পথ বাকি থাকতে রাখেলের প্রসব-বেদনা হল, এবং তাঁর প্রসব করতে বড় কষ্ট হল। প্রসবযন্ত্রণা তীব্রতম হওয়ার সময়ে ধাত্রী তাঁকে বলল, 'ভয় করো না, এবারও তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে।' প্রাণত্যাগের সময়ে—তিনি আসলে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন—তিনি সন্তানের নাম বেনোনি রাখলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তার নাম বেঞ্জামিন রাখলেন। এইভাবে রাখেলের মৃত্যু হল; তাঁকে এফ্রাথার (অর্থাৎ বেথলেহেমের) পথের ধারে সমাধি দেওয়া হল। যাকোব তাঁর কবরের উপরে একটা স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করালেন; রাখেলের কবরের এই স্মৃতিস্তম্ভ আজও আছে।

পরে ইস্রায়েল সেখান থেকে রওনা হলেন, এবং মিগ্দাল-এদেরের ওপাশে তাঁবু খাটালেন। ইস্রায়েল সেই দেশে বাস করার সময়ে রূবেন তাঁর পিতার উপপত্নী বিল্হার সঙ্গে শুতে গেলেন; ব্যাপারটা ইস্রায়েল জানতে পারলেন।

সেসময় যাকোবের সন্তানেরা বারোজন ছিলেন। লিয়ার সন্তানেরা: যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন এবং সিমেয়োন, পরে লেবি, যুদা, ইসাখার ও জাবুলোন; রাখেলের সন্তানেরা: যোসেফ ও বেঞ্জামিন। রাখেলের দাসী

বিল্হার সন্তানেরা: দান ও নেফ্তালি। লিয়ার দাসী সিল্পার সন্তানেরা: গাদ ও আসের। এরা যাকোবের সন্তানেরা; পাদ্দান-আরামেই তাদের জন্ম।

যাকোব তাঁর পিতা ইসায়াকের কাছে মাম্রেতে, কিরিয়াৎ-আর্বায় অর্থাৎ সেই হেব্রোনে এলেন, যেখানে আব্রাহাম ও ইসায়াক বেশ কিছু দিন বাস করেছিলেন। ইসায়াকের বয়স একশ' বছর হয়েছিল। পরে ইসায়াক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সন্তান এসৌ ও যাকোব তাঁকে সমাধি দিলেন।

শ্লোক সিরা ৪৪:২৩,১০

প্র ঈশ্বর এমনটি করলেন, যেন যাকোবের মাথার উপরে গোটা মানবজাতির সেই আশীর্বাদ ও সেই সন্ধি অধিষ্ঠিত হয়; আপন আশীর্বাদে তাঁকে স্থিতমূল করেছেন।

উ তাঁর জন্য তিনি সেই সকল দয়াগুণসম্পন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।

প্র তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন; এবং সেই দেশ নানা অংশে বিভক্ত ক'রে বারো গোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টন করলেন।

উ তাঁর জন্য তিনি সেই সকল দয়াগুণসম্পন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৫৪-৫৫**

উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন

তবে তোমাদের মধ্যে কে উদারমনা, দয়াবান ও ভালবাসায় পূর্ণ? সে বলে উঠুক: 'আমার কারণেই যদি বিভেদ, বিবাদ ও বিচ্ছেদ জেগে উঠে থাকে, আমি সরে যাব, তোমরা যেখানে ইচ্ছা কর আমি সেখানে চলে যাব, জনগণের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হব; কিন্তু খ্রীষ্টের পাল তাদের নিযুক্ত প্রবীণদের সঙ্গে শান্তি ভোগ করুক।' যে কেউ এভাবে ব্যবহার করে, সে খ্রীষ্টে মহা গৌরব লাভ করবে, ও সকল স্থান তাকে গ্রহণ করবে, কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু।* এমনটি হয়েছে প্রাচীনকালে ও এমনটি হবে ভাবীকালে তাদেরই ব্যবহার, যারা মন স্থির করে ঈশ্বরের নগরীতে যোগ্য নাগরিক রূপে আচরণ করে।

কিন্তু এসো, বিজাতীয়দের কয়েকটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করি। মড়ক দেখা দিলে বহু রাজা ও শাসনকর্তা দৈববাণীর পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের রক্তদানে প্রজাদের বাঁচানোর জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন। বিভেদ শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে নিজেদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেককেই চিনি, যারা পরের মুক্তির জন্য নিজেদের বন্দি করল। অনেকে নিজেদের ক্রীতদাস করল, ও নিজেদের স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে পরের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিল। ঐশঅনুগ্রহে শক্তি লাভ করে অনেক স্ত্রীলোক বীরপুরুষেরই যোগ্য কর্মকীর্তি সাধন করল। নিজ শহর অবরোধের সময়ে ধন্যা যুদিথ প্রবীণদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁকে শত্রু সৈন্যশিবিরে যেতে দেন। এভাবে বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি স্বদেশ ও অবরুদ্ধ স্বজাতির ভালবাসার খাতিরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর একটি স্ত্রীলোকের হাতেই হলোফের্নেসকে ছেড়ে দিলেন। বিশ্বাসে সিদ্ধ সেই এস্থারও কম বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি যাতে অবশ্যম্ভাবী বিনাশ থেকে ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে পারেন। উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বযুগের মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর তিনি তাঁর প্রাণের বিনম্রতা দেখে সেই জাতির মানুষকে রেহাই দিলেন যাদের জন্য এস্থার বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

শ্লোক রো ১৪:১৯; সিরা ১৭:১৪

প্র এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয়,

উ যেন পরস্পরকে দৃঢ় করে তোলা হয়।

প্র ঈশ্বর এক একজনকে প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশ দিলেন,

যেন পরস্পরকে দৃঢ় করে তোলা হয়।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১৬:১-২৭

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

ভ্রাতৃগণ, আমাদের বোন ফৈবে, যিনি কেংক্রেয়া মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা, তাঁর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিশ রাখছি: তোমরা তাঁকে প্রভুতে—পবিত্রজনদের যথোচিত আচরণে—সাদরে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁকে সাহায্য কর; তিনিও অনেককে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

খ্রীষ্টযীশুতে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিজেদের মাথা বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ; তাঁদের বাড়িতে যারা সমবেত হয়, সেই জনমণ্ডলীকেও আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় এপাইনেতসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও: খ্রীষ্টের উদ্দেশে তিনিই এশিয়ার প্রথমফল। যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, সেই মারীয়াকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই ও কারাসঙ্গী আন্দ্রনিকস ও জুনিয়াসকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা প্রেরিতদূতদের মধ্যে সুপরিচিত, ও আমার আগে খ্রীষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যিনি প্রভুতে আমার প্রিয়জন, সেই আম্প্লিয়াতুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টে আমার সহকর্মী উর্বানুস ও আমার প্রিয় স্তাখিসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের যোগ্য সেবক আপেল্লেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আরিস্তবুলসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই হেরোদিওনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসুসের বাড়ির যে সকল মানুষ প্রভুতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। প্রভুর জন্য যাঁরা পরিশ্রম করে থাকেন, সেই ত্রিফাইনা ও ত্রিফোসাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয়তমা পের্সিসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তিনিও প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রুফুসকে ও তাঁর মাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও—তিনি তো আমারও মা। আসিংক্রিতস, ফ্লেগোন, হের্মেস, পাত্রবাস, হের্মাস এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ফিলোলগস ও জুলিয়াকে, নেরেউস ও তাঁর বোনকে এবং অলিম্পাসকে, এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের সমস্ত মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি: যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিরুদ্ধে যারা বিভেদ ও বাধা-বিঘ্ন ঘটায়, তাদের চিনে রেখে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক। কেননা এই ধরনের মানুষেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের প্রকৃত দাসের পরিচয় দেয় না, তারা নিজেদেরই পেটের দাস, এবং মিষ্টি কথা ব'লে ও তোষামোদ ক'রে সরল মানুষদের মন ভোলায়। তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

আমার সহকর্মী তিমথি ও আমার জ্ঞাতিভাই লুকিউস, যাসোন ও সোসিপাত্রস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই পত্রটির লিপিকার যে আমি—তের্সিউস—আমিও আপনাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যিনি নিজের বাড়িতে আজ আমাদের আতিথেয়তা দান করছেন, সেই গাইউস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই শহরের কোষাধ্যক্ষ এরাস্তস আর আমাদের ভাই কুয়ার্তুস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম
আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে

ও যীশুখ্রীষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে,
সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে,
যা অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল,
কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে,
ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে
সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে
তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে,
যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা
সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক
যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক রো ১৬:১৯; মথি ১০:১৬

প্র তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে
উ এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।
প্র তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও।
উ এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৯-১০

মণ্ডলীগুলোর ভালবাসার সঙ্গে
আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে

তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, আমার স্থানে ঈশ্বরই যার পালক। কেবল যীশুখ্রীষ্ট ও তোমাদের ভালবাসাই সেই মণ্ডলীর বিশপ হবেন। আমার বেলায় আমি তো তাদের একজন বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করি, কারণ আমি অযোগ্য, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ভক্তজন, আমি তো ভ্রূণ! অথচ যদি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি, তবেই আমি কিছু হবার জন্য দয়া পাব।

আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে, যারা আমাকে পথযাত্রী বলে নয়, বরং যীশুখ্রীষ্টের নামেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার যাত্রাপথের বাইরে অবস্থিত মণ্ডলীগুলিও শহরে শহরে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এল।

আমি স্মির্না থেকে অধিক ধন্য এফেসীয়দের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এ পত্র লিখছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ক্রোকসও আছেন। আমার আগে যারা ঈশ্বরের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে স্মির্না থেকে রোমে পৌঁছে গেছে, আমি মনে করি তোমরা তাদের চেন; তাদের বল, আমি কাছে এসে গেছি; আসলে তারা সকলে ঈশ্বরের ও তোমাদের যোগ্য পাত্র, সব দিক দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তোমাদের বাঞ্ছনীয়। আজ ২৪শে আগষ্ট আমি তোমাদের কাছে এ পত্র লিখলাম। যীশুখ্রীষ্টের সহিষ্ণুতায় শেষ পর্যন্ত বলবান থাক।

শ্লোক ১ করি ১০:৩৩; ৯:২৩

প্র আমি সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি;
উ নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।
প্র সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি।
উ নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩৭:২-৪,১২-৩৬

যোসেফকে বিক্রি

যাকোবের বংশকাহিনী এ। যোসেফের বয়স তখন সতের বছর। ছোট হওয়ায় সে তার ভাইদের সঙ্গে, তার পিতার বধূ বিল্হা ও সিল্পার সন্তানদের সঙ্গে পশুপাল চরাত। একদিন যোসেফ তাদের সম্বন্ধে পিতার কাছে অসন্তোষজনক কথা পেশ করল। যোসেফ বার্ধক্যের সন্তান হওয়ায় ইস্রায়েল সকল সন্তানের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন; তার জন্য তিনি যুবরাজেরই উপযুক্ত লম্বা-হাতা একটা জোব্বা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা তার সকল ভাইয়ের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন দেখে তার ভাইয়েরা তাকে এতই ঘৃণা করত যে, তার সঙ্গে কুশল আলাপও করতে পারত না।

তার ভাইয়েরা পিতার পশুপাল চরাতে সিখেমে গিয়েছিল। তখন ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, 'তোমার ভাইয়েরা সিখেমে পশুপাল চরাচ্ছে, তাই না? এসো, আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই।' সে উত্তরে বলল, 'আমি প্রস্তুত!' তিনি তাকে বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার ভাইদের অবস্থা ও পশুপালের অবস্থা জেনে নাও; তারপর ফিরে এসে আমাকে জানাও।' তিনি হেব্রোনের নিম্নভূমি থেকে তাকে পাঠিয়ে দিলেন, আর সে সিখেমে গিয়ে পৌঁছল। সে বনপ্রান্তরে ঘুরছে, এমন সময় একটা লোক তার দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী খোঁজ করছ?' সে উত্তরে বলল, 'আমার ভাইদের খোঁজ করছি; অনুগ্রহ করে আমাকে বল, তারা কোথায় পাল চরাচ্ছে।' লোকটা বলল, 'তারা এই জায়গা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছে; নিজেই তো শুনেছি, তারা বলছিল, চল, দোথানে যাই।' তাই যোসেফ তার ভাইদের খোঁজে রওনা হয়ে দোথানে তাদের খুঁজে পেল। তারা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল, এবং সে কাছে আসবার আগে তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'ওই দেখ, স্বপ্নদর্শীটা আসছে! তবে এসো, আমরা ওকে হত্যা করে কোন একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই; পরে বলব, কোন বন্যজন্তু ওকে গ্রাস করেছে। তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়!' কিন্তু রূবেন কথাটা শুনলেন, এবং তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন; তিনি বললেন, 'না, আমরা ওকে প্রাণে মারব না।' তাদের আরও বললেন, 'রক্তপাত করো না; ওকে প্রান্তরের এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু ওর উপরে হাত বাড়িয়ো না।' তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে পিতার কাছে ফিরিয়ে আনবেন।

যোসেফ যখন ভাইদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন তার গায়ে সেই যে লম্বা-হাতা জোব্বাটা পরা ছিল, তারা তা খুলে নিল; এবং তাকে ধরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল; কুয়োটা শূন্য ছিল, তার মধ্যে জল ছিল না। পরে তারা খেতে বসেছে, এমন সময় চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, গিলেয়াদ থেকে এক দল ইসমায়েলীয় মরুযাত্রী এগিয়ে আসছে; তাদের উটের পিঠে রয়েছে দামী গঁদ, সুরভি মলম ও গন্ধনির্যাসের বোঝা, যা তারা মিশর দেশে নিয়ে যাচ্ছে। তখন যুদা তার ভাইদের বললেন, 'আমাদের ভাইকে হত্যা করে তার রক্ত ঢেকে রাখলে আমাদের কী লাভ? এসো, আমরা ওই ইসমায়েলীয়দের কাছে ওকে বিক্রি করে দিই, আমরা ওর উপর হাত তুলব না; ও তো আমাদের ভাই, আমাদের মাংস!' এতে তার ভাইয়েরা রাজি হল।

কয়েকজন মিদিয়ানীয় বণিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; তারা যোসেফকে কুয়ো থেকে তুলে নিয়ে ইসমায়েলীয়দের কাছে কুড়িটা রুপোর টাকায় বিক্রি করে দিল। এভাবে যোসেফকে মিশর দেশে নিয়ে যাওয়া হল। যখন রূবেন কুয়োর কাছে ফিরে গেলেন, তখন দেখ, যোসেফ সেখানে নেই; নিজের পোশাক ছিঁড়ে তিনি ভাইদের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'ছেলেটি আর নেই; এখন আমি, আমি কোথায় যাব?' তারা যোসেফের জামাকাপড় নিল, ও একটা ছাগ মেরে তার রক্তে তা ডুবিয়ে দিল। তারপর সেই লম্বা-হাতা জোব্বা পিতার কাছে পাঠিয়ে এই বলে তাঁর সামনে হাজির করাল: 'আমরা তা এইমাত্র পেলাম; ভাল করে দেখুন, এ আপনার সন্তানের জোব্বা কিনা।' তিনি তা চিনতে পেরে বললেন, 'এ তো আমার সন্তানের জোব্বা; কোন বন্যজন্তু তাকে গ্রাস করেছে। যোসেফ টুকরো টুকরো হয়েছে!' যাকোব নিজের পোশাক ছিঁড়ে কোমরে চটের কাপড় পরে সন্তানটির জন্য বহুদিন ধরে শোক করলেন। তাঁর সমস্ত পুত্রকন্যারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেও তিনি কোন সান্ত্বনা মেনে নিলেন না; বললেন, 'না,

আমি শোক করতে করতে আমার সন্তানের কাছে পাতালে নেমে যেতে চাই!' আর তার পিতা তার জন্য কাঁদলেন।

এদিকে সেই মিদিয়ানীয়েরা যোসেফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ পোটিফারের কাছে বিক্রি করল।

শ্লোক আদি ৩৭:১৮,১৯,২০,৪

প্র ভাইয়েরা দূর থেকে যোসেফকে দেখে একে অপরকে বলল: ওই দেখ, স্বপ্নদর্শীটা আসছে!
উ এসো, ওকে হত্যা করি; তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়।
প্র পিতা তার সকল ভাইয়ের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন দেখে তার ভাইয়েরা তাকে এতই ঘৃণা করত যে, তার সঙ্গে কুশল আলাপও করতে পারত না।
উ এসো, ওকে হত্যা করি; তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৫৬:১-৭,১৬; ৫৭-৫৮

এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই

এসো, তাদের জন্যও প্রার্থনা করি যারা কোন অপরাধে পড়ে রয়েছে, যেন আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই ইচ্ছার অধীন হবার মত বাধ্যতা ও বিনম্রতা তাদের দেওয়া হয়। এভাবেই তো তাদের স্মরণে ঈশ্বর ও পবিত্রজনদের কাছে আমাদের দয়াপূর্ণ প্রার্থনা তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ ও সিদ্ধ হবে। প্রিয়জনেরা, এসো, অসন্তোষ না দেখিয়ে সংশোধন গ্রহণ করি। আমাদের পারস্পরিক সতর্কবাণী উত্তম ও অতিশয় ফলদায়ী, কারণ তা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে। এবিষয়ে পবিত্র বাণী একথা বলে, *প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়, তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে, কারণ যাকে প্রভু ভালবাসেন তাকে শাস্তি দেন; আপন গৃহীত সন্তানকে তিনি কশাঘাত করেন।* আরও লেখা আছে, *ধার্মিকজন দয়ার সঙ্গে আমায় আঘাত করুক, তিরস্কারও করুক, আমার মাথা কিন্তু যেন না মাখা হয় দুর্জনদের তেলে।* এ কথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের সংশোধন তুচ্ছ করো না, কারণ তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন, তিনি আহত করেন, আবার তাঁর হাত সারিয়ে তোলে।*

প্রিয়তমেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, যারা মহাপ্রভু দ্বারা শাস্তিভোগ করে, তারা আসলে কেমন মহা রক্ষা পায়, কারণ উত্তম পিতা হওয়ায় তিনি এজন্যই আমাদের শাস্তি দেন, আমরা যেন তাঁর পুণ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দয়া স্পর্শ করতে পারি।

সুতরাং, তোমরা যারা বিভেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলে, তোমাদের প্রবীণদের অধীন হও, হৃদয় প্রণত করে মনপরিবর্তনের মনোভাবে সংশোধন গ্রহণ কর। তোমাদের জিহ্বার দাম্ভিক ও উদ্ধত আত্মগর্ব সরিয়ে দিয়ে অধীনতাই শেখ, কারণ খ্যাতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে তবু খ্রীষ্টের আশা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে নগণ্য হয়ে তবু খ্রীষ্টের পালে উপযুক্ত বলে পরিগণিত হওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। বস্তুতপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা একথা বলেন, *দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আত্মার কণ্ঠ আনয়ন করব, তোমাদের শেখাব আমার সকল বাণী; যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না, আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না, বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে, আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে, সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব, তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব: হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে, বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে, সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে, তখন আমি পরিহাস করব। তখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না; দুর্জনেরা আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না। যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না, আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল, সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে, তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে। হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে, নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে; কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে*

ভরসাভরে বাস করবে, শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না।

সুতরাং এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই; তবেই প্রাচীনকালে প্রজ্ঞা অবাধ্যদের কাছে যে হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরা তা থেকে রেহাই পাব ও তাঁর মাহাত্ম্যের পুণ্যতম নামের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করব। তোমরা আমাদের এ পরামর্শ মেনে নাও, তবে অনুশোচনা করার মত তোমাদের কিছু থাকবে না, কারণ জীবনময় ঈশ্বরের দোহাই, জীবনময় প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ও মনোনীতদের বিশ্বাস ও আশা সেই পবিত্র আত্মার দোহাই, বিনম্রচিত্তে ও শালীনতায় যে তৎপর হয়ে ঈশ্বরের এ আদেশ ও আজ্ঞা পালন করবে, সে তাদেরই সংখ্যায় তালিকাভুক্ত ও মনোনীত হবে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কীর্তিত যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ সামু ১৫:২২; হিব্রু ১৩:১৭

℣ আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া, এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
℟ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়।
℣ তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক।
℟ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়।